বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

উপদেষ্টা

মো: আব্দুর রহিম
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মো: শাখাওয়াত হোসেন শরীফ
উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপপরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রকাশনায়

তাহসীন তাবাসসুম
প্রকাশনা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০২৬

২য় সংখ্যা
১০০০ (এক হাজার) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই
কলেজগেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রকাশনায়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নি:সন্দেহে এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে যেমন: কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুদ্ধ পরবর্তী দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে এই কৃষিখাত। কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাত কোটি। আর এখন জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় সতেরো কোটি। অথচ, আবাদযোগ্য জমি বাড়েনি। এই ক্রমহ্রাসমান জমিতে দেশের এতো বেশি সংখ্যক জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের দেশের কৃষি খাত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি ক্ষয়, পানির অভাব, কীটনাশকের অপব্যবহার ইত্যাদি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনও কৃষি খাতে প্রভাব ফেলে। গত ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ একটি নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং কৃষি কার্ড বিতরণ সহ বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। কৃষি খাতে নতুন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল চাষাবাদ, কৃষির বাণিজ্যকীকরণ এবং কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে মনোযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আরও উন্নত করে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো দ্রুত ঘোরানো সম্ভব। কৃষককে সঠিক সময়ে মানসম্পন্ন বীজ ও সার দিতে হবে, তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে এবং কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ সহ উচ্চ মূল্যের ফসল আবাদের আওতায় আনতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যা, জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮, কৃষি পরিকল্পনা-২০২০, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০, এসডিজি-২০৩০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নিরলস কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি সামগ্রিক কর্মতৎপরতার প্রতিফলনের পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই কার্যক্রমকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

(মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি অন্যতম প্রধান চালিকাশাক্তি। বিশাল জনগোষ্ঠীর এই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বসতবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে কৃষি জমি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। সে সাথে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও কৃষির সাফল্য পৃথিবীতে জায়গা করে নিয়েছে। সার, বীজ আর সেচ ব্যবস্থাকে সহজলভ্য হয়েছে। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে নিয়মিত প্রণোদনা পাচ্ছেন দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। কৃষিতে শ্রম সংকটের নিরসনে ভর্তুকি মূল্যে হারভেস্টার, পাওয়ার থ্রেসারসহ প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে। লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে রপ্তানিমুখী কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, কৃষি পণ্য রপ্তানি এবং উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এফএও এর তথ্যমতে, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন কৃষি এখন টেকসই ও স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তরের পথে। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য সারা পৃথিবীর কাছে আজ এক অপার বিস্ময়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যে সংস্থাটি কৃষির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নিরলস কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রতিবছর কৃষি আবাদী জমি কমে (০.৭৩% হারে) গেলেও আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তিসমূহের কার্যকরী সম্প্রসারণের কারণে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সংস্থটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন ফসলের এলাকাভিত্তিক অভিযোজন কলাকৌশল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক, ছাত্র ও সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার প্রতিফলনের পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই কার্যক্রমকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

(রফিকুল ই মোহামেদ)

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি খাত একটি অবিচ্ছেদ্য এবং শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের ১১.৫৫ % (বিবিএস, ২০২৩-২০২৪) অবদান এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৪ % (শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২, বিবিএস) এর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই খাতটি আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফসলের সামগ্রিক উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি আধুনিক, স্মার্ট, টেকসই এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যগাঁথা নিয়ে এই বিশেষ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা আমাদের কৃষি খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপরেখাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ খাতে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, প্রান্তিক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ এবং পরিবেশবান্ধব আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষি খাতকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ডেটাবেসের আওতায় আনার লক্ষ্যে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদানকে আরও বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'কৃষক কার্ড' চালু করেছে। ইতিমধ্যেই যার সুফল কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া পরিবর্তিত বৈশ্বিক জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার' বা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ফসলের উন্নত, উচ্চফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রমও গুরুত্বের সাথে চলমান রেখেছে।

সেই সাথে ক্রমহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, দলভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, বীজ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ই-কৃষি জনপ্রিয়করণ, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন দুর্যোগে কৃষকের পাশে থেকে প্রায় ২৭০০০ জনবলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সকল তথ্য উপাত্ত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ভবিষ্যত গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজের তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। স্বল্প সময়ে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনায় জড়িত সকলের প্রতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আব্দুর রহিম)

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	এক নজরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	০১
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্যাডার জনবলের তথ্য	০১
৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার জনবলের তথ্য	০১
৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকৌশল	০২
৫	প্রশাসন ও অর্থ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	০২
৬	হর্টিকালচার উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	০৮
৭	প্রশিক্ষণ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	১২
৮	ক্রপস উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	১৬
৯	সরেজমিন উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	২০
১০	উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৩৩
১১	উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৩৬
১২	পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৪১
১৩	পরিশিষ্ট-১ কৃষির উন্নয়ন ধারায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ	৬৮
১৪	পরিশিষ্ট-২ চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ	৬৯
১৫	পরিশিষ্ট-৩ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের চিত্র	৭০
১৬	পরিশিষ্ট-৪ হর্টিকালচার উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের নাম ও অবস্থান	৮৮
১৭	পরিশিষ্ট-৫ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের নাম ও অবস্থান	৯০
১৮	পরিশিষ্ট-৬ প্রশিক্ষণ উইং এর অধীন বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক এটিআইসমূহের নাম ও অবস্থান	৯০

এক নজরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবিকার সাথে কৃষির সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে গভীর। এই খাতের অগ্রগতি মূলত একটি সংগঠিত সম্প্রসারণ কাঠামোর মাধ্যমে কৃষকদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অধীনে কৃষি দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (আরম্ভ স্তর-১)। ১৯০৬ সালে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ কৃষি দপ্তর গঠিত হয় (আরম্ভ স্তর-২) এবং ১৯১৪ সালে জেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী খামার চালুর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ১৯৫০-১৯৬০ সময়কালে (পরীক্ষা ও গ্রহণ স্তর) ভিলেজ এইড কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭০-১৯৭৬ সালে (বিভক্তি স্তর) কৃষি দপ্তর শিক্ষা-গবেষণা ও সম্প্রসারণ-ব্যবস্থাপনায় বিভক্ত হয় এবং একক ফসলভিত্তিক বোর্ডগুলোর উদ্ভব ঘটে।

১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান কৃষি সম্প্রসারণের আধুনিকায়ন এবং এই বিভাগের জন্য বত্রিশ হাজার পদ সম্বলিত সৃষ্ট অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করেন এবং এর বাস্তবায়ন দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করার জন্য নথিতে সবুজ কালিতে লিখেছিলেন, **"নথিতে রক্ষিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা হলো। সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই।"** এর ধারাবাহিকতায় একটি বড় পরিবর্তন আসে, ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (পুনঃএকত্রীকরণ স্তর) ৬টি সংস্থা : ১. কৃষি পরিচালনা দপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) ২. কৃষি পরিচালনা দপ্তর (পাট উৎপাদন) ৩. শস্য সংরক্ষণ পরিচালনালয় ৪. উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড ৫. তামাক উন্নয়ন বোর্ড ৬. কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে একত্র করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালের ১৪/০৯/১৯৮২ খ্রি. তারিখে Extension-1/ka-30/82/933 নং আদেশ বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নামকরণ করেন।

বর্তমানে ডিএই ৮টি উইং এর মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি উন্নয়নে সমন্বিত ভূমিকা রাখছে, যা বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে একটি অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

ক. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্যাডার জনবলের তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ	শূন্য পদ
০১	১ম গ্রেড	০১	০
০২	২য় গ্রেড	১০	০
০৩	৩য় গ্রেড	৫৯	১৫
০৪	৫ম গ্রেড	৪০৪	৬৮
০৫	৬ষ্ঠ গ্রেড	১৩৪৪	২৩৫
০৬	৯ম গ্রেড	১৩৬৩	৭২৫
	সর্বমোট=	৩১৮১	১০৪৩

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার জনবলের তথ্য

গ্রেড নং	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
৫ম	১৫	১৫	০
৬ষ্ঠ	৩২	১০	২২
৯ম	২৯৮	৬০	২৩৮
১০ম	১৫৪৭৭	১২৩৭৫	৩১০২
১১ তম	৬	১	৫
১২ তম	৬	৬	০
১৩ তম	৩৫০	২০১	১৪৯
১৪ তম	৮৬২	৫৪৭	৩১৫
১৫ তম	১	০	১
১৬ তম	১৯৩৯	১৩৯০	৫৪৯
১৭ তম	১৯	১৫	৪

গ্রেড নং	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত পদ	শুন্য পদ
১৮ তম	৫০২	৩৩১	১৭১
১৯ তম	১৫	১১	৪
২০ তম	৪০৪৯	৩২৯২	৭৫৭
সর্বমোটঃ	২৩৫৭১	১৮২৫৪	৫৩১৭

গ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকৌশল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যার সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২৬০৪২ দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের নিমিত্তে সংস্থার এ বিপুল জনশক্তি ও সম্পদসমূহের ব্যবহারে কৌশলী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই লক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা (১৯৯৯-২০০২) প্রণয়নকরত: তা বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি ২০০২-২০০৬ সময়কালে পরবর্তী কৌশলগত পরিকল্পনা (২০০২-২০০৬) এর বাস্তবায়ন করে যা একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলায় সংস্থাটিকে এক নতুন কার্যকরী রুপ প্রদান করতে একটি অত্যন্ত দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

উল্লিখিত কৌশলগত পরিকল্পনাদ্বয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক পরিকল্পনা কাঠামোকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহ যেমন জাতীয় কৃষি নীতি, জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন নীতি, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন (পিআরএসপি) এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইইপি) প্রভৃতির সহায়ক হিসেবে প্রণীত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত আটটি (০৮) উইং এর মাধ্যমে তার ভিশন ও মিশন অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

১. প্রশাসন ও অর্থ উইং পরিচিতি

এ উইং এর কাজ হচ্ছে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরা এবংব রাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও নিরীক্ষা নিশ্চিত করা সকল উইং এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির কাজ সমন্বয়ের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসহ অত্র অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্বের হিসাব ও এর প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করাও এই উইং এর কাজ।এছাড়া ডিএই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সরকারি বিধান মোতাবেক আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতা ও সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে এ উইং। ডিএই এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ ও বদলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে ডিএই এর জনবলের হালনাগাদ রেকর্ড সংরক্ষণ করে এ উইং।

১.১ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

- অধিদপ্তরের সকল উইং-এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির সমন্বয় সাধন।
- অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্ব বাজেট ও খরচের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ।
- অধিদপ্তরের সকল জনবল নিয়োগ, বদলি ও ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন।
- অধিদপ্তরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হাল-নাগাদ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে গ্রহণ, বরাদ্দ প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
- অধিদপ্তরের কর্ম পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ।
- অধিদপ্তরের সর্ব প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যস্থাপনা ইত্যাদি।

১.২ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর অর্জন :

১.২.১. রাজস্ব বাজেট ব্যবস্থাপনা:

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/ প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২৪-২৫	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
প্রধান কার্যলয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২২০১৬১	২৫০১৩০	৩০২১৪৪	৪৫৪৩৮৪	১২২৬৮১৯	
	প্রকৃত	২১৮২৬৩	১৭৯০৯৩	০	০	৩৯৭৩৫৬	৩২.৩৯%
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৯০৮৪	৫১৮০৪	৬৬৩৯৩	৬৩৮১৯	২২১১০০	
	প্রকৃত	৪৬৯৩৩	৪৪৫৪০	০	০	৯১৪৬৯	৪১.১৩%
উপপরিচালকের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৩১৮৯৭	২৩৬২৮৭	২৮২১৩৮	২৮৪১৮৮	১০৩৪৫১০	
	প্রকৃত	২১৮২৩৬	১৮৬৫৬৫	০	০	৪০৪৮০১	৩৯.১৩%
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫০৫২০৬	২৪৩০৭০৬	৩১৩৭৫০৭	২৯৫৪৭৩৭	১১০২৮১৫৬	
	প্রকৃত	৩০১১৫৮০	২৩২৩০৬৩	০	০	৫৩৩৪৬৪৩	৪৮.৩৭%
মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৯৪২৭	৪৮৭৮৭	৫৮৫০২	৬২০৬৩	২১৮৭৭৯	
	প্রকৃত	৪৮৭৩১	৪৫৬৫৭	০	০	৯৪৩৮৮	৪৩.১৪%
হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫৯৩১২	২৫২৪২৪	২৯০১১৮	৩৪৩০০৭	১১৪৪৮৬১	
	প্রকৃত	২০৫৬৮৫	১৪৮৯১৩	০	০	৩৫৪৫৯৮	৩০.৯৭%
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৬৯৬০	৪১৭৫৩	৪৪৮৭০	৫৬৯৯০	১৮০৫৭৩	
	প্রকৃত	৩৩২৪৬	৩০৯৬৩	০	০	৬৪২০৯	৩৫.৫৬%
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৩৬০৯৯	১৩১৯৭৯	১৪৮৪৯৯	১৬২৯৫৬	৫৭৯৫৩৩	
	প্রকৃত	১২৩২৩১	৯৫৫০২	০	০	২১৮৭৩৩	৩৭.৭৪%

১.২.২. অর্থনৈতিক কোডওয়ারি মোট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/ প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২৪-২৫	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪৭৮১৪৬	৩৪৪৩৮৭০	৪৩৩০১৭১	৪৩৮২১৪৪	১৫৬৩৪৩৩১	
	প্রকৃত ব্যয়	৩৯০৫৯০৫	৩০৫৪২৯৬	০	০	৬৯৬০১৯৭	৪৪.৫২%

১.২.৩. বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগ:

১.২.৩.১. ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের বিবরণঃ

বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
৩৭ তম	২০১৯	৪৬
৩৮ তম	২০২১	২২২
৪০ তম	২০২২	২৫০
৪১ তম	**২০২৪**	**১৭৩**
৪৩ তম	**২০২৪**	**১৯০**

১.২.৩.২. উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগের বিবরণঃ

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
১০ম গ্রেড (মুক্তিযোদ্ধা কোটা)	২০১৭	৪০০
১০ম গ্রেড	২০১৮	-
১০ম গ্রেড	২০১৯	১৬৫০
১০ম গ্রেড (পিএসসির মাধ্যমে সুপারিশকৃত)	২০২৩	১৩০২

১.২.৩.৩. কর্মচারী (গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০) নিয়োগের বিবরণঃ

জনবল	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০	২০১৯	৭৩২
গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০	২০২৩	১৩১১
গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০	২০২৫	১৩৪৯

১.২.৪. স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:

১.২.৪.১. দপ্তর/সংস্থার মাসিক মামলার প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থা-সমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা (২+৩+৪)	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	০৪	২১	০	২৫	৭৭

উল্লেখ্য যে, ০১/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখের পূর্বে পুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা ৭২৯টি। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ২৫টি মামলা দায়ের হওয়ায় মোট মামলার সংখ্যা ৭৫৪টি। তন্মধ্যে ৭৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে (সরকার পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৭১টি এবং সরকারের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ০৬টি)। বর্তমানে চলমান মোট মামলা সংখ্যা ৬৭৭টি।

১.২.৪.২. বেহাত বেদখল জমির (একরে) প্রতিবেদন

ক্র:নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	দখলীয় জমির পরিমাণ (একরে)	বেদখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বেহাত/বেদখল হওয়ার কারণ	বেহাত/বেদখল জমি উদ্ধার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা/সমস্য	গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ (বিস্তারিত)
১	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর হিসাব	৬১০.৭২	৬১০.২২	০.৫০	১। ভূমি আত্মসাৎকারী। ২। পূর্বের মালিকদের ওয়ারিশগণ বিভিন্ন কৌশলে দখলের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ৩। জমিতে সীমানা প্রাচীর না থাকা । ৪। ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ করায়।	১। অধিকাংশ জমি ষাট দশকের হওয়ায় অধিগ্রহণকৃত জমির জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এলএ শাখায় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট না থাকা। ২। দানপত্র মূলে পাওয়া জমির ডকুমেন্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে খুঁজে না পাওয়া। ৩। সীমানা প্রাচীর না থাকায় ভূমি আত্মসাৎকারীদের কারণে জমি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা।	১। যে সকল জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয়েছে তার গেজেট অনুসন্ধানের জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এলএ শাখায় তল্লাশির কাজ চলমান রয়েছে। ২। যে সকল জমি দানপত্র মূলে মালিকানা অর্জিত হয়েছে তার দলিল উদ্ধারের জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে তল্লাশির কাজ চলমান রয়েছে। ৩। যে সকল জমির গেজেট/দলিল আছে, কিন্তু ভূমি আসাৎকারী /পূর্বের মালিকদের ওয়ারিশগণ বিভিন্ন কৌশলে দখলে নিয়েছেন সে সকল জমি উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৪। যে সকল বেদখলীয় জমি সরকার টু সরকার, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মিমাংসা করা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
২	২৪টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের হিসাব	৮.৬৫	৮.১৫	০.৫০			
৩	৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার এর হিসাব	১০৯৪.৭৩	১০৩৬.৭৪	৫৭.৯৯			
৪	৬৪ জেলার কৃষি অফিস সমূহের হিসাব	১৩৭২.৫৬	১০৮৬.৮৩	২৮৫.৭৩			
	সর্বমোট =	৩০৮৬.৬৬	২৭৪১.৯৪	৩৪৪.৭২			

১.২.৪.৩. দপ্তর/সংস্থার বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একরে)	মোট প্রযোজনীয় বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	বর্তমানে বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	অবশিষ্ট বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর হিসাব	৬১০.৭২	৫২৪৮৮০	৫২১৫২০	৩৩৬০	ডিএই'র নিষ্কণ্ঠক জমিতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের হতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।	ডিএই'র যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে সব জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	২৪টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের হিসাব	৮.৬৫	৬৪২৮৮	৬০১৪৪	৪১৪৪		
৩	৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার এর হিসাব	১০৯৪.৭৩	৩৫৬৬৯৮৮১	৩৪৬১৫৪২৫	১০৫৪৪৫৬		
৪	৬৪ জেলার কৃষি অফিস সমূহের হিসাব	১৩৭২.৫৬	৮২৩৫৭৫০৯	১৯৮১৩৫০	৮০৩৭৬১৫৯		
	সর্বমোট =	৩০৮৬.৬৬	১১৮৬১৬৫৫৮	৩৭১৭৮৪৩৯	৮১৪৩৮১১৯		

১.২.৪.৪. দপ্তর/সংস্থার জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর হিসাব	৬১০.৭২	৫৮৮.৯১	২১.৮১	ডিএই'র নিষ্কণ্ঠক জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে এসি (ল্যান্ড) অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	তাছাড়া যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে সব জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	২৪টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের হিসাব	৮.৬৫	৪.৭৯	৩.৮৬		
৩	৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার এর হিসাব	১০৯৪.৭৩	১০৩৯.৫০	৫৫.২৩		
৪	৬৪ জেলার কৃষি অফিস সমূহের হিসাব	১৩৭২.৫৬	৬২০.২২	৭৫২.৩৪		
	সর্বমোট =	৩০৮৬.৬৬	২২৫৩.৪২	৮৩৩.২৪		

১.২.৪.৫. দপ্তর/সংস্থার জমির নামজারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	নামজারী হওয়া জমির পরিমাণ (একরে)	নামজারী না হওয়া জমির পরিমাণ (একরে)	নামজারি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা	গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ (বিস্তারিত)
১	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর হিসাব	৬১০.৭২	৫৮৮.৯১	২১.৮১	১। অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট এবং দানপত্র মূলে পাওয়া জমির দলিল সংরক্ষণে না থাকায় তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত নামজারী করা সম্ভব হচ্ছে না। ২। যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সে সকল জমি নামজারী করা সম্ভব হচ্ছে না।	১। অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট এবং দানপত্র মূলে পাওয়া জমির দলিল খুঁজে সাপেক্ষে দ্রুত নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২। যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তা নিষ্পত্তি হওয়া মাত্র দ্রুত নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২	২৪টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের হিসাব	৮.৬৫	৪.৭৯	৩.৮৬		
৩	৭৬টি হটিকালচার সেন্টার এর হিসাব	১০৯৪.৭৩	৬৩৬.৯৪	৪৫৭.৭৯		
৪	৬৪ জেলার কৃষি অফিস সমূহের হিসাব	১৩৭২.৫৬	৬২৯.৯৭	৭৪২.৫৯		
	সর্বমোট =	৩০৮৬.৬৬	১৮৬০.৬১	১২২৬.০৫		

১.২.৫. অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:

১.২.৫.১. সদর দপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান যানবাহনের বিবরণ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	গাড়ির সংখ্যা
১.	ডিএই সদর দপ্তর	৮৯
২.	প্রকল্প সমূহ	৩৯
৩.	আঞ্চলিক অফিস	১৪
৪.	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২১
৫.	জেলা অফিস	৭১
৬.	হর্টিকালচার সেন্টার	৫২
৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র	৯
৮.	উপজেলা অফিস	২৫৬
	সর্বমোট=	৫৫১

প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

‘সরকারী আইন ও বিধিমালাসমূহ’ বিষয়ক দিনব্যাপী ইনহাউজ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন প্রশাসন ও অর্থ উইং এর উপপরিচালক মহোদয়

প্রশাসন ও অর্থ উইং এর আয়োজনে ৪১ তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে যোগদানকৃত নবীন কর্মকর্তাদের যোগদান অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং সম্পর্কে ধারণা প্রদান

২. হর্টিকালচার উইং পরিচিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফলদ, ভেষজ, সবজি, মসলা, শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্যান ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। বছর ব্যাপী পুষ্টি সম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উদ্যান ফসলের বিকল্প নাই। উদ্যান ফসলের চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এটি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০ ধরণের ফল, ৯০ ধরণের শাকসবজি, ৩০ ধরণের মসলা জাতীয় ফসল এবং বিভিন্ন রকমের ফুল, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী চারা-কলম উৎপাদন করা হয়। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টি সমস্যা সমাধান, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, পরিবেশ বান্ধব কৃষি, উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানের লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সদর দপ্তরে একজন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে একজন অতিরিক্ত পরিচালক, দুই জন উপপরিচালক, দুই জন অতিরিক্ত উপপরিচালক, একজন উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা, একজন সহকারী প্রধান এবং একজন উদ্যানতত্ত্ববিদ কারিগরী ও দাপ্তরিক কাজে পরিচালককে সহায়তা প্রদান করেন। উদ্যান ফসল সম্প্রসারণ, মাতৃবাগান সৃজন, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং মান সম্পন্ন বীজ, চারা, কলম উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে সরবরাহের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৭৬ টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে হর্টিকালচার উইং এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসকল হর্টিকালচার সেন্টারের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য ৩০ টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-১ এ অন্তর্ভুক্ত করে ৩০ জন উপপরিচালক, ২৬ টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-২ এ অন্তর্ভুক্ত করে ২৬ জন উদ্যানতত্ত্ববিদ ও ২০ টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-৩ এ অন্তর্ভুক্ত করে ২০ জন নার্সারি তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে । হর্টিকালচার উইং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরও ৭ টি নতুন হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ উইং এর মাধ্যমে দেশে মাশরুম চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মাশরুমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে সাভারে একটি আধুনিক গবেষণাগারসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে।

২.১ হর্টিকালচার উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১. হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রতি বছর ফল, ফুল, কন্দাল, সবজি ও ঔষধি গাছের মান সম্মত চারা ও কলম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা।

২. দেশ বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল, ফুল, কন্দাল ও সবজির জাতসমূহ সংগ্রহ করা। সে জাত গুলোর এ দেশের স্মার্ট আবহাওয় উপযোগীতা যাচাই করা। উপযোগী জাত সমূহ দ্বারা মাতৃ বাগান সৃজন করা এবং সে গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা ।

৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবী বারমাসি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃ বৃক্ষ

হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন সংগ্রহ করে কলম তৈরি ও ঐ সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।
৪. দেশী ফলের পরিচিতি বাড়ানো ও বার মাস ফল প্রাপ্যতার কৌশল নির্ধারণ
৫. বানিজ্যিক নার্সারী স্থাপনে সহযোগিতা
৬. নতুন ফল বাগান সৃজন ও বাগান ব্যবস্থাপনা
৭. বাংলাদেশে উদ্যান ফসল উৎপাদনের সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান
৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন: কর্মকর্তা কর্মচারী ও কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৯. বিভিন্ন স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ
১০. জাতীয় পর্যায়ে ফল, সবজী ও মৌ মেলার আয়োজন
১১. ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে চারা/কলম উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সেন্টার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় যা পরবর্তীতে চারা/কলম বিক্রি করে সেন্টারসমূহ সমন্বয় করে।
১২. ঘূর্ণয়মাণ তহবিল ব্যবহার কারে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চার/কলম উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.১.১ হর্টিকালচার উইং এ বরাদ্দঃ

- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ২৪১,৩৭,০০০০০
- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা): ২১১,৭০,৫৩০০০

২.১.২ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১. চার/কলমের লক্ষ্য মাত্রার ভিত্তিতে উৎপাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। -উপপরিচালক, উদ্যানতত্ববিদ, নাসারী তত্ত্বাবধায়ক উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তাসহ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রক্ষিণ প্রদান করা হেয়েছে।
২. জাতীয় কর্মশালা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩. বিভিন্ন উদ্যানতাত্বিক ফসলের পদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৪. প্রনোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৫. জাতীয় ফল মেলা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৬. বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৭. বিভিন্ন সেন্টার পরিদর্শন ও নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।
৮. চারা কলমের বাৎসরিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
৯. রিভলভিং ফান্ড এবং বিশেষ নারিকেলের চারা উৎপাদন ও বিক্রয়ের নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।

২.১.৩ কার্যক্রমের প্রভাব

১. উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
২. গুনগত মান সম্পন্ন উন্নত জাতের বাগান সৃজন হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
৩. চারা/কলম উৎপাদন ও বিক্রি বৃদ্ধি ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।
৪. মাশরুমের চাষ বৃদ্ধির ফলে পুষ্টির মান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।
৫. সর্বোপরি দেশের উদ্যান তাত্বিক ফসলের উৎপাদনের বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।
৬. জন সচেতনা বৃদ্ধি পাবে।
৭. সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফল চাষে আগ্রহ বাড়বে।
৮. উদ্যান তাত্বিক ফসলের আবাদ বাড়বে এবং মোট উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

২.১.৪ হর্টিকালচার উইং এর অর্জনসমূহঃ

২.১.৪.১. ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হর্টিকালচার উইংয়ের চারা/কলম উৎপাদনঃ

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা চারা/কলম (সংখ্যা)	উৎপাদনের পরিমাণ চারা/কলম (সংখ্যা)	রাজস্ব আদায় (টাকা)
২০২২-২৩	৮০৮৮৩৫৭	৭৯১২৮৮২	৫৬২৫৬১৯৭
২০২৩-২৪	৮০৫০০০০	৭৭৭১৮৪০	৬০৭৬৮৫৩৪
২০২৪-২৫	৮১৪৮৩৭১	৭৬৪৩৪৬৯	৭০০৪৩৭৭২

২.১.৪.২. ২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হর্টিকালচার উইংয়ের আওতাধীন মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা এর মাশরুম বীজ ও তাজা মাশরুম উৎপাদনঃ

অর্থবছর	মাশরুম বীজ		তাজা মাশরুম	
	লক্ষ্যমাত্রা (প্যাকেট)	উৎপাদনের পরিমাণ (প্যাকেট)	লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	উৎপাদনের পরিমাণ কেজি)
২০২২-২৩	৪২১৩৩	৪২৫৮০	১০৩	১৪৫
২০২৩-২৪	৫০০০০	৫০০০৫	১৩০	২৮১
২০২৪-২৫	৫০৫০০	৫৩০১০	১৩০	৩২৮

২.১.৪.৩. বাংলাদেশে ফল উৎপাদনের তথ্য

অর্থবছর	জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)
২০২২-২০২৩	৭৬৫৫৩৯	১৫০.৩৪
২০২৩-২০২৪	৭৫৭৪৯৬	১৪৮.১০
২০২৪-২০২৫	৭৭৯৩৭০	১৫১.৫২

২.১.৪.৪. বাংলাদেশে ফুল উৎপাদনের তথ্য

অর্থবছর	জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদন (সংখ্যা)
২০২২-২০২৩	২১৩৪.৩৫	৯০৭৬২৬৩৪৬
২০২৩-২০২৪	২০৬৮.৪১	৮৮৮৩১২৬৬৩
২০২৪-২০২৫	২১৯১.২৯	৯৪০২৩৩৬২০

২.১.৪.৫. বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের তথ্য

অর্থবছর	জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদন (মেঃ টন)
২০২২-২০২৩	১৫৩০৭৩৪	৪০২৭৯৬৫৭
২০২৩-২০২৪	১৪৬৫২০১	৩৩২২৫০৯৪
২০২৪-২০২৫	১৫৯২৬০০	৩৫০২০৫৩৬

২.১.৪.৬. বাংলাদেশে মসলা উৎপাদনের তথ্য

অর্থবছর	জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদন (মেঃ টন)
২০২২-২০২৩	৫৯৬৫৪৮	৫২৮৫৩২৪
২০২৩-২০২৪	৬১৭০১১	৫৭৪৮৭৬৬
২০২৪-২০২৫	৬৪৩৮৩০	৬৩৮৩৫৩৬

২.১.৪.৭. বাংলাদেশে কন্দাল ফসল উৎপাদনের তথ্য

অর্থবছর	জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদন (মেঃ টন)
২০২২-২০২৩	৫২৬৪২	১১১১৩৪৭
২০২৩-২০২৪	৫৩৬১১	১১৪৪৩৫৯
২০২৪-২০২৫	৫৯৪৮০	১২৯৫৪১৮

২.১.৫ উদ্যান ফসলের উৎপাদনে হর্টিকালচার উইং-এর সাফল্যঃ

১. পাহাড়ে ফল বাগান সৃজন
২. বসতবাড়িতে ব্যাপক ফল গাছ রোপণ
৩. ছাদে বাগান
৪. সৌদি খেজুরসহ রাস্তার দু'পাশে তাল-খেজুর গাছ রোপণ
৫. বারমাসি সজিনাসহ, মাশরুম, অ্যাসপ্যারাগাস ইত্যাদি নতুন ফসলকে জনপ্রিয়করণ
৬. ড্রাগন, স্ট্রবেরি, কাজুবাদাম, মাল্টা, কমলা, কফি, থাই পেয়ারা, রাম্বুটান, কিউই, ম্যাঙ্গোস্টিন, আঙ্গুর, পার্সিমন, রকমেলন, সাম্মাম আরবি খেজুর, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ফল উৎপাদনে আগ্রহ সৃষ্টি।

হর্টিকালচার উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

কল্যাণপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মিশ্র ফল বাগান প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ এবং মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে ক্যাকটাস উৎপাদন

৩. প্রশিক্ষণ উইং পরিচিতি

প্রশিক্ষণ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং। একজন পরিচালক এ উইং এর দায়িত্বে আছেন। ডিএইর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ উইং এর দায়িত্ব। তাছাড়া এ উইং ডিএইর বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে থাকে এবং তা ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে ১৮ টি এটিআইয়ের মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১ এটিআই সমূহের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র: নং:	এটিআই এর নাম	একাডেমিক বিল্ডিং	ছাত্র হোস্টেল	ছাত্রী হোস্টেল	অন্যান্য				জমির পরিমাণ (হে.)
					কর্মকর্তাদের আবাসন	অতিথি ভবন	কর্মচারীদের আবাসন	কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	
১	এটিআই, ঢাকা	১	১	১	৬	০	৫	০	৩.১২
২	এটিআই, গাজীপুর	২	১	১	১	০	১	০	১১.৮৫
৩	এটিআই, ফরিদপুর	১	১	১	০	১	০	০	৩৪.০৪
৪	এটিআই, শেরপুর	১	১	১	৩	১	৪	০	১৬.৯৭
৫	এটিআই,নারায়ণগঞ্জ	১	১	১	১	০	১	১	৩.৭২
৬	এটিআই, বরিশাল	১	১	১	২	০	১০	০	৮.৪৪
৭	এটিআই, কুমিল্লা	১	১	১	১	০	১	১	৫.২৬
৮	এটিআই, নোয়াখালী	১	১	১	২	০	১	০	২০.৬৪
৯	এটিআই, চট্টগ্রাম	১	১	১	২	১	৪	০	১৪.৫২
১০	এটিআই, রাঙ্গামাটি	১	১	১	২	০	২	০	১০
১১	এটিআই, সিলেট	২	১	১	৮	২	৮	০	১৮.২১
১২	এটিআই, রংপুর	১	১	১	৭	১	৭	০	১৪.০৩
১৩	এটিআই, গাইবান্ধা	২	১	১	২	১	১	০	৩৪.৯৩
১৪	এটিআই, পাবনা	২	১	১	২	১	৪	০	১৩.৬৭
১৫	এটিআই, ঝিনাইদাহ	১	১	১	১	০	১	১	৮.৬৫
১৬	এটিআই, খুলনা	১	২	১	১৩	১	২৭	০	৪৮.৪৩
১৭	এটিআই,সাটুরিয়া	১	১	১	১	১	১	১	২.৯
১৮	এটিআই,বাঞ্ছারামপুর	১	১	১	১	১	১	১	৩.২৪
	মোট	২২	১৯	১৮	৫৫	১১	৭৯	৫	-

৩.২ প্রশিক্ষণ উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
২. কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা/জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়, তথ্য সংরক্ষণ
৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন
৪. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাস্টার প্লান তৈরি
৫. সকল প্রকার প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত ও উন্নয়ন
৬. সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি এবং মনিটরিং
৭. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহিত কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী সেমিস্টার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা গ্রহণ
৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
৯. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও সমপর্যায়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়

১০. চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা
১১. দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৩.৩ বছরওয়ারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ

৩.৩.১. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২০২৪-২৫	৪৪৬৩

৩.৩.২. এসএএও প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	এসএএও সংখ্যা
১	২০২৪-২৫	১৫৭৬২

৩.৩.৩. কর্মচারী প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কর্মচারীর সংখ্যা
১	২০২৪-২৫	**৬৫০**

৩.৩.৪. কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কৃষকের সংখ্যা	কৃষাণীর সংখ্যা
১	২০২৪-২৫	২৭৬৮১৮	১৩২২৯৪

৩.৪ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৭৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি এটিআইতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ম পর্বে ৩৫৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এছাড়াও ৩য় পর্বে ২৯২৫ জন, ৫ম পর্বে ২৬৫১ জন এবং ৭ম পর্বে ২৪৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নরত রয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১১৯৩৩	-	১২০	-	১২০৫৩	
২	গ্রেড ১০	১৬৭৪৮	-	৫০	-	১৬৭৯৮	
৩	গ্রেড ১১-২০	৪৭৯২	-	১০০০	-	৫৭৯২	
মোট=		৩৩৪৭৩	-	১১৭০	-	৩৪৬৪৩	

৩.৫ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনাঃ

৩.৫.১. বেজোড় পর্ব অনুযায়ী এটিআই সমূহের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, ২০২৪-২৫

ক্র নং	এটিআই এর নাম	পর্ব												মোট
		১ম			৩য়			৫ম			৭ম			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১৪০	৪৯	১৮৯	১১৭	৩৪	১৫১	১১০	৪০	১৫০	১২৫	৪৮	১৭৩	৬৬৩
২	শিমুলতলী, গাজীপুর	১১৫	৭৯	১৯৮	১০৩	৪৫	১৪৮	১০০	৫৭	১৫৭	৮২	৪২	১২৪	৬২৩
৩	গৃধানারায়ণপুর, শেরপুর	১৬৫	৭৬	২৪১	১৭১	৩৪	২০৫	১৩৬	২৯	১৬৫	১২১	৩৪	১৫৫	৭৬৬
৪	বাংলাবাজার, গাইবান্ধা	১৮৪	৬১	২৪৫	১৬৩	৪৩	২০৬	১২৮	৩১	১৫৯	১২১	৩০	১৫১	৭৬১
৫	তাজহাট, রংপুর	২০২	৪৪	২৪৬	১৫৭	৫১	২০৮	১৪৭	৪২	১৮৯	১৪৭	৫৫	২০২	৮৪৫

ক্র নং	এটিআই এর নাম	পর্ব												মোট
		১ম			৩য়			৫ম			৭ম			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
৬	ঈশ্বরদী, পাবনা	১৯৬	৫২	২৪৮	১৫৭	৪৬	২০৩	১৬৯	৩৪	২০৩	১৬০	৪৯	২০৯	৮৬৩
৭	দৌলতপুর, খুলনা	১৪৪	৫৪	১৯৮	১২৩	৩৭	১৬০	১২০	৪৬	১৬৬	১০৮	২৭	১৩৫	৬৫৯
৮	রহমতপুর, বরিশাল	১৩৫	৫০	১৮৫	১১২	৫০	১৬২	৮৫	২৪	১০৯	৭৯	৩৬	১১৫	৫৭১
৯	গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর	১৭৪	৫১	২২৫	১৫৪	৪২	১৯৬	৯৯	৩৩	১৩২	১০১	৩৪	১৩৫	৬৮৮
১০	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	১২৬	১০৫	২৩১	১৫৮	৫৪	২১২	১২৫	১০৮	২৩৩	১২৫	৮১	২০৬	৮৮২
১১	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	১৮৩	৪৯	২৩২	১৩৭	৪০	১৭৭	১৭২	৫৩	২২৫	১৩৫	৪৭	১৮২	৮১৬
১২	খাদিমনগর, সিলেট	১৬০	৬৮	২২৮	১২৫	১০০	২২৫	১২৭	৭৪	২০১	১৩২	৫৩	১৮৫	৮৩৯
১৩	রাঙ্গামাটি	৭১	১৩	৮৪	৫৩	১৬	৬৯	৫৯	৭	৬৬	৪৭	১৭	৬৪	২৮৩
১৪	ঝিনাইদহ	১৭৩	১৯	১৯২	১১৩	৩৩	১৪৬	৮৬	২১	১০৭	৬১	১৪	৭৫	৫২০
১৫	হোমনা, কুমিল্লা	১১৫	৬২	১৭৭	৫৭	৫৫	১১৩	৭৮	৪৩	১২১	৫৪	৫১	১০৫	৫১৬
১৬	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	১১৬	৩৭	১৫৩	১০০	৯	১০৯	৫৮	২৭	৮৫	৭৪	১৬	৯০	৪৩৭
১৭	বাঞ্ছারামপুর, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	৯৯	১৬	১১৫	৬১	২৯	৯০	৭৪	২২	৯৬	৪৬	২৭	৭৩	৩৭৪
১৮	সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	১৪০	৩৫	১৭৫	১১৫	৩০	১৪৫	৬৬	২১	৮৭	৯৭	১৩	১১০	৫১৭
সর্বমোট		২৬৩৮	৯২০	৩৫৫৮	২১৭৭	৭৪৮	২৯২৫	১৯৩৯	৭১২	২৬৫১	১৮১৫	৬৭৪	২৪৮৯	১১৬২৩

৩.৫.২. জোড় পর্ব অনুযায়ী এটিআইসমূহের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা, ২০২৪-২৫:

ক্র. নং	এটিআই এর নাম	পর্ব												মোট
		২য়			৪র্থ			৬ষ্ঠ			৮ম			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১১০	৪৯	১৫৯	১২৩	৩৬	১৫৯	১০০	৩৯	১৩৯	১২৫	৪৭	১৭২	৬২৯
২	শিমুলতলী, গাজীপুর	৯৪	৬৭	১৬১	১০৭	৪৮	১৫৫	৯৮	৪৩	১৪১	৮১	৪২	১২৩	৫৮০
৩	গৃধানারায়ণপুর, শেরপুর	১৪৪	৬৯	২১৩	১৭২	৪১	২১৩	১২৯	৩১	১৬০	১২১	৩৪	১৫৫	৭৪১
৪	বাংলাবাজার, গাইবান্ধা	১৭৪	৪০	২১৪	১৫৯	৪৩	২০২	১১৯	৩৮	১৫৭	১১৮	৩১	১৪৯	৭২২
৫	তাজহাট, রংপুর	১৬৫	৪২	২০৭	১৮৩	৫৮	২৪১	১৪৬	৪৩	১৮৯	১৪৯	৫৭	২০৬	৮৪৩
৬	ঈশ্বরদী, পাবনা	১৬৫	৫২	২১৭	১৭১	৪৫	২১৬	১৬৫	৩৬	২০১	১৫৯	৪৮	২০৭	৮৪১
৭	দৌলতপুর, খুলনা	১১৭	৩৮	১৫৫	১১২	৩৩	১৪৫	১১০	৪৪	১৫৪	১০৭	২৭	১৩৪	৫৮৮
৮	রহমতপুর, বরিশাল	১১২	৪৪	১৫৬	৯৯	৪৮	১৪৭	৮৮	২৪	১১২	৮০	৩৯	১১৯	৫৩৪
৯	গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর	১৩০	৩৬	১৬৬	১০৭	৪০	১৪৭	৬৩	২৪	৮৭	৯৫	২৫	১২০	৫২০
১০	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	১৭৭	৪৪	২২১	১০৮	৮৯	১৯৭	১৩২	৭৫	২০৭	১০৪	৮১	১৮৫	৮১০

ক্র. নং	এটিআই এর নাম	পর্ব												মোট
		২য়			৪র্থ			৬ষ্ঠ			৮ম			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১১	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	১৫২	৩৮	১৯০	১৩৫	৩৯	১৭৪	১৫৯	৫১	২১০	১৩৫	৪৬	১৮১	৭৫৫
১২	খাদিমনগর, সিলেট	১৪৮	৬০	২০৮	১৪৮	৭০	২১৮	১২৭	৬৫	১৯২	১২৯	৫৪	১৮৩	৮০১
১৩	রাঙ্গামাটি	৬৭	১৫	৮২	৪৫	১৭	৬২	৫৭	৭	৬৪	৪৭	১৭	৬৪	২৭২
১৪	ঝিনাইদহ	১৩০	৩০	১৬০	৮৩	২০	১০৩	৫৯	১৭	৭৬	৬০	১৪	৭৪	৪১৩
১৫	হোমনা, কুমিল্লা	৬৯	৪৬	১১৫	৩৪	৩২	৬৬	৩৬	৫২	৮৮	৫৪	৪৭	১০১	৩৭০
১৬	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	১২৩	৩০	১৫৩	৬৩	৩২	৯৫	৬৫	২৪	৮৯	৬০	৩০	৯০	৪২৭
১৭	বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৬	৩০	১২৬	৯২	১১	১০৩	৫৫	২৭	৮২	৬৭	২১	৮৮	৩৯৯
১৮	সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	১১৮	২৮	১৪৬	১১১	২৮	১৩৯	৭০	১৯	৮৯	৯২	২০	১১২	৪৮৬
মোট		২২৯১	৭৫৮	৩০৪৯	২০৫২	৭৩০	২৭৮২	১৭৭৮	৬৫৯	২৪৩৭	১৭৮৩	৬৮০	২৪৬৩	১০৭৩১

প্রশিক্ষণ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

পরিচালক মহোদয়ের এটিআই পরিদর্শন এবং নমুনা শস্য কর্তন ও কারিগরি আলোচনায় অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণ উইং এর রিভিজিট সংক্রান্ত আলোচনা এবং পরিচালক মহোদয়ের ঢাকা এটিআই-এ পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ

৪. ক্রপস উইং পরিচিতিঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পূণর্গঠিত হওয়ার মাধ্যমে ২০১৪ সালে অর্থকরী ফসল উইং এর নাম পরিবর্তন হয়ে ক্রপস্ উইং এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে গ্রেড-২ ভুক্ত একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এই উইং পরিচালিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ মাঠ ফসলই বর্তমানে ক্রপস উইং এর অন্তর্ভূক্ত এবং উইং টি দানাদার ফসল, ডাল ও তেলজাতীয় ফসল, ইক্ষু ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল এবং পাট ফসল এই চারটি সেকশনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বটম আপ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবৎসর রবি ও খরিফ (খরিফ-১ এবং খরিফ-২) মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদি জমি, ফলন ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। খসড়া লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় ভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ক্রপস্ উইং থেকে অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন জেলা ও উপজেলায় প্রেরণ করা হয়। জেলা ও উপজেলা অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে ফসল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

৪.১ ক্রপস উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১. সকল মাঠ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন
২. সকল মাঠ ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি বিস্তারে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন
৩. চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমন্বয় করা এবং বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে গৃহীত সকল প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শণ সহ বাস্তবায়ন কাজ তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করা
৪. কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি নির্ধারনী প্রস্তাব প্রণয়নে ভূমিকা পালন
৫. অর্থকরী ফসল ও অদানাদার খাদ্য শস্য যেমন ইক্ষু, পান, ডাল, তেল ইত্যাদির আধুনিক চাষাবাদে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ
৬. অর্থকরী ফসল উৎপাদনে মাঠপর্যায়ে সমস্যা নিরূপণ, প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত সমাধানসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ
৭. ফসলের উপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত সম্প্রসারণ বার্তা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ
৮. তামাক উৎপাদনে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ইউরোপে তামাকজাত পণ্য ও তামাক রপ্তানীর অথেনটিসিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা
৯. পাটচাষী সমিতির কর্মকান্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে পাট চাষীদেরকে সুসংগঠিত করে উন্নতমানের পাট চাষের কলাকৌশল প্রয়োগ এবং কৃষক পর্যায়ে পাটসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা

৪.২ বিভিন্ন ফসলের জমির পরিমান, উৎপাদন ও ফলনের লক্ষ্যমাত্রা:

ক্রমিক নং	নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় রবি ও খরিফ মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)			
	ফসলের নাম	২০২৪-২৫ লক্ষ্যমাত্রা		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/ হে.)
দানা ফসল				
১ (ক)	হাইব্রিড	০.৬৭৫	২.৫৫২	৩.৭৮
	উফশী	১১.৮৬৭	৩৫.০০৮	২.৯৫
	স্থানীয়	০.৫২৮	০.৮০৮	১.৫৩
	মোট আউশ	১৩.০৭	৩৮.৩৬৭	২.৯৪

ক্রমিক নং	নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় রবি ও খরিফ মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)			
১ (খ)	হাইব্রিড	৪.২৪৩	১৬.৫৪৮	৩.৯০
	উফশী	৪৭.২০০	১৪৮.৬৮০	৩.১৫
	স্থানীয়	৫.৭৪০	১০.১৬০	১.৭৭
	রোপা আমন	৫৭.১৮৩	১৭৫.৩৮৮	৩.০৭
	বোনা আমন	২.৪৮৫	৩.৩৫৫	১.৩৫
	মোট আমন	৫৯.৬৬৮	১৭৮.৭৪৩	৩.০০
১ (গ)	হাইব্রিড	১৪.৯৪৯	৭৫.০৪২	৫.০২
	উফশী	৩৫.৬১০	১৫০.৭২১	৪.২৩
	স্থানীয়	০.১৩৫	০.২৫৯	১.৯২
	মোট বোরো ঃ	৫০.৬৯৪	২২৬.০২২	৪.৪৬
	ধানের মোট	১১০.৩৬২	৪০৪.৭৬৫	৩.৬৭
২	গম	৩.১৫২	১২.১৩৫	৩.৮৫
৩	ক) শীত. ভূট্টা	৫.৪৫২	৬১.৪৫৯	১১.২৭
	খ) গ্রীষ্ম. ভূট্টা	১.০১০	৮.৩১৯	৮.২৪
	মোট ভুট্টা	৬.৪৬২	৬৯.৭৭৮	১০.৭৯৮
	কন্দাল ফসল			
৪	আলু	৪.৬৭০	১১৩.৮৭৫	২৪.৩৮
৫	মিষ্টি আলু	০.৩৪১	৭.১২০	২০.৮৮
	আঁশ ফসল			
৬	ক) দেশী পাট	০.২৮০	২.৭২৮	৯.৭৪
	খ) তোষা পাট	৬.৮৮১	৯৩.৬৯০	১৩.৬২
	গ)মেস্তা ও কেনাফ	০.৫১২	৫.৪০৭	১০.৫৬
	মোট পাট	৭.৬৭৩	১০১.৮৩	১৩.২৭
	শাকসবজি ফসল			
৭	ক) শাকসবজি (শীত)	৬.৩০৫	১৪৯.০৫৫	২৩.৬৪
	খ) শাকসবজি (গ্রীষ্ম.)	৫.৩৮৮	৯৭.২৪০	১৮.০৫
	মোট শাকসবজি (শীত+গ্রীষ্ম.)	১১.৬৯৩	২৪৬.২৯৫	২১.০৬
	তেল ফসল			
৮	সরিষা	১১.৬৪৬	১৭.২৬০	১.৪৮
৯	ক) চীনাবাদাম (শীত)	০.৯৫০	১.৮৮৬	১.৯৯
	খ) চীনাবাদাম (গ্রীষ্ম.)	০.০৮৮৫	০.১৭৮	২.০১
	মোট চীনাবাদাম ঃ	১.০৩৯	২.০৬৪	১.৯৯
১০	তিসি	০.০০৯২	০.০১০১৫	১.১০
১১	ক) তিল (শীত)	০.০২৩৯০	০.০২৬৯৫	১.১৩
	খ) তিল (গ্রীষ্ম.)	০.৬৩৬	০.৮২০	১.২৯
	মোট তিল ঃ	০.৬৫৯৯	০.৮৪৬৯৫	১.২৮
১২	সয়াবিন	০.৯৫১৭০	১.৭৭২৫৬	১.৮৬
১৩	সূর্যমুখী	০.১৭৫৪৫	০.৩৩২৮৪	১.৯০
	মোট তেল ফসল	১৪.৪৮১	২২.২৮৭	১.৫৪
	ডাল ফসল			
১৪	মসুর	১.১৪৯৭৩	১.৬৯৩৯৯	১.৪৭
১৫	ছোলা	০.০২১১০	০.০৩০৯১	১.৪৭

ক্রমিক নং	নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় রবি ও খরিফ মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)			
১৬	ক) মুগ (শীত)	২.১৩১০০	২.৮৪৪৮৪	১.৩৩
	খ) মুগ (গ্রীষ্ম.)	০.১৬৫	০.২২০	১.৩৪
	মোট মুগ ঃ	২.২৯৬	৩.০৬৫	১.৩৩
১৭	ক) মাসকলাই (শীত)	০.২৪৫৮৫	০.২৯৩৮৭	১.২০
	খ) মাসকলাই (গ্রীষ্ম.)	০.৬৭৫	০.৯০৬	১.৩৪
	মোট মাসকলাই	০.৯২১	১.১৯৯৮৭	১.৩০
১৮	খেসারী	১.৮৮৮৯৫	২.৩৬৬৯০	১.২৫
১৯	মটর	০.০৬২৩৩	০.১৩৪৪৮	১.৪৬
২০	অড়হড়	০.০০২৯৫	০.০০৩৯০	১.৩২
২১	ফেলন	০.৩৩৫০১	০.৪৫৩৯২	১.৩৫
মোট ডাল ফসল		৬.৬৭৭	৮.৯৪৯	১.৩৪
মসলা ফসল				
২২	ক) পেঁয়াজ (শীত)	২.৫৯৯	৩৮.২১০	১৪.৭০
	খ) পেঁয়াজ (গ্রীষ্ম)	০.০৮৩	১.৪৫২৫	১৭.৫০
	মোট পেঁয়াজ	২.৬৮২	৩৯.৬৬২৫	১৪.৭৯
২৩	রসুন	০.৭৭৯	৬.৯০৯	৮.৮৭
২৪	ধনিয়া	০.৪৩৩৫০	০.৬২৫	১.৪৪
২৫	ক) মরিচ শুকনা (শীত)	১.২৭৫	২.৫৩৮	১.৯৯
	খ) কাঁচামরিচ (গ্রীষ্ম)	০.৪১০	০.৯২২	২.২৫
	মোট মরিচঃ	১.৬৮৫	৬.৭৫৫	২.০৫
২৬	আদা	০.১৯৫	২.৬৯	১৩.৮২
২৭	হলুদ	০.৪০০	১.৬৮৪	৪.২১
২৮	কালোজিরা	০.১০৫০০	০.১১৫৫০	১.১০
মোট মসলা ফসল		৬.২৭৯৫	৫৪.৪৪১	৯.৩১
২৯	আখ (নন-মিল জোন)	০.২৩৪	১২.২৫৫	৫২.৩০

৪.৩ বারগ্রাফে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্রপস উইং এর বিভিন্ন অর্জনসমূহঃ

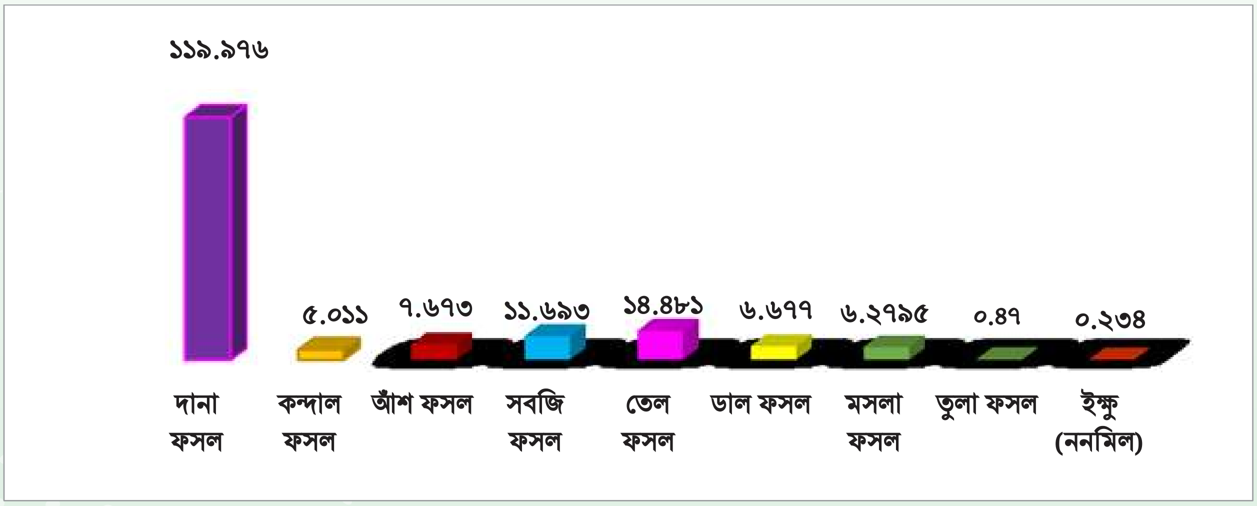

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফসলের আবাদি জমির লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ্য হেক্টর)

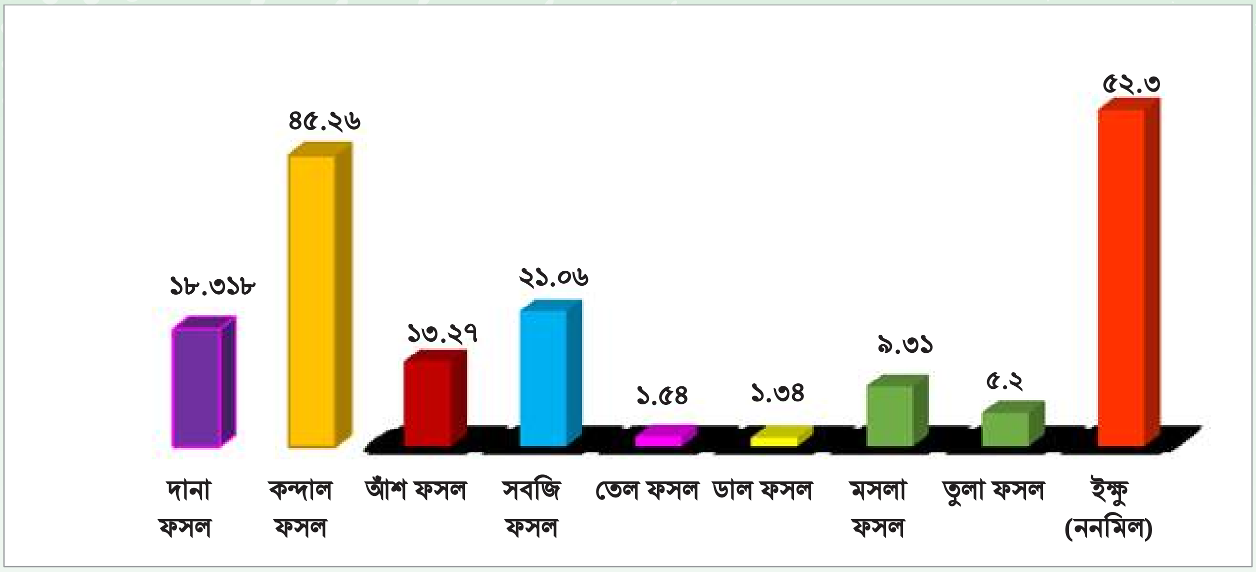

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফসলের ফলন লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিকটন/হেক্টর

ক্রপস উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

ক্রপস উইং এর পরিচালক মহোদয়ের প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন

ক্রপস উইং এর অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়ের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

৫. সরেজমিন উইং পরিচিতি

ডিএইর কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র বিন্দুই হলো সরেজমিন উইং। ডিএই'তে কর্মরত ২৬ হাজার ৪৩৫ জনকর্মকর্তা/কর্মচারীরমধ্যে ২২ হাজার ৭১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এ উইংয়ে কর্মরত। একজন পরিচালক এই উইং এর দায়িত্বে আছেন। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এ উইং-এর মূল কাজ। এছাড়াও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উপকরণের চাহিদা নিরূপন, বরাদ্দ ও মনিটরিং এবং মাঠের কার্যক্রম তদারকি করা। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, বার্ষিক রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সম্প্রসারণ বার্তা হিসেবে রূপান্তর করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। এ-ছাড়া ১৪টি অঞ্চল (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা ও সিলেট), ৬৪ টি জেলা, ৪৯২ টিউপজেলা, ১৫ টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২ টি ব্লকের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের তদারকি এ উইং এর মাধ্যমে করা হয়।

৫.১ সরেজমিন উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও এলাকা ভেদে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক মৌসুমি ও বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
২. ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ভূমিকা পালন ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
৩. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তার
৪. বীজ ও সারসহ সকল কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ এবং কৃষি উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিত করে সার্বক্ষণিক কৃষকের দোরগোড়ায় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান
৫. মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ
৬. কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে প্রসার ঘটানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে সময়োচিত সমন্বয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
৭. কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত জলাবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন
৮. দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম সতর্কীকরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তীকালে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
৯. মাঠ পর্যায়ে সমস্যা দৈনন্দিন অবগত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান
১০. কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন
১১. সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকগণ সহজেই যাতে সম্প্রসারণ সেবায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ
১২. কৃষি পরিবেশ সুরক্ষা ও ক্রপ জোনিং-এর ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বারোপ
১৩. পশ্চাৎপদ, ঝুঁকিপ্রবণ ও প্রতিকূল পরিবেশে (যেমনঃ দক্ষিণাঞ্চল, খরাকবলিত বরেন্দ্র অঞ্চল, চরাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদি) ফসল উৎপাদনের যুৎসই প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ফিড-ব্যাক কার্যক্রমের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ
১৪. কৃষি-সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষি বাজার এর মাঝে সেতু বন্ধন এবং পরস্পরের সহযোগী ও সমন্বয় সাধনে ভূমিকা গ্রহণ
১৫. সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ ছাড়করণে ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

৫.২ রাজস্ব খাতের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দ হতে প্রণীত কার্যক্রম ২০২৪-২৫:

ফসলের নাম	জাতের নাম	প্রদর্শনী কৃষকের সংখ্যা	জেলার সংখ্যা	ব্লকের সংখ্যা	ফলোআপ কৃষকের সংখ্যা	মোট উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা
আউশ	ব্রি ধান ৮২, ব্রি ধান ৮৩, ব্রি ধান ৮৫, ব্রি ধান ৯৮, ব্রি হাইব্রিড ধান ৭, বিনা ধান ১৯, বিনা ধান ২১	৬৭১৯	৬৪	৬৭১৯	১১৩৪০	১৮০৫৯
আমন	ব্রি ধান ৮৭, ব্রি ধান ৯০, ব্রি ধান ৯১, ব্রি ধান ৯৩, ব্রি ধান ৯৪, ব্রি ধান ৯৫, ব্রি ধান ১০৩, ব্রি হাইব্রিড ধান ৪, ব্রি হাইব্রিড ধান ৬, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ১৭, বিনা ধান ২০, বিনা ধান ২২, বিনা ধান ২৩, বিনা ধান ২৬	১১২০০	৬৪	১১২০০	৪৬৩০৯	৫৭৫০৯
বোরো	ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২, ব্রি ধান ৯৬, ব্রি ধান ৯৭, ব্রি ধান ৯৯, ব্রি ধান ১০১, ব্রি ধান ১০২, ব্রি ধান ১০৪, ব্রি ধান ১০৫, ব্রি হাইব্রিড ধান ৩, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫, ব্রি হাইব্রিড ধান ৮, বিনা ধান ১০, বিনা ধান ১৪, বিনা ধান ২৪, বিনা ধান ২৫	১৯০৪০	৬৪	১৯০৪০	৮৭২৭০	১০৬৩১০

ফসলের নাম	জাতের নাম	প্রদর্শনী কৃষকের সংখ্যা	জেলার সংখ্যা	ব্লকের সংখ্যা	ফলোআপ কৃষকের সংখ্যা	মোট উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা
শীতকালীন ভুট্টা	বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৭, বিডব্লিউএমআরআই ভুট্টা ১, বিডব্লিউএমআরআই ভুট্টা ২ সহ সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাতসমূহ যাদের ফলন কমপক্ষে ১২ মে.টন/হেক্টর বা তার বেশি	২০১৬	৬৪	২০১৬	-	২০১৬
গম	বারি গম ৩৩, বিডব্লিউএমআরআই গম ৩	১৬৮১	৬৪	১৬৮১	৪৭২৮	৬৪০৯
শীতকালীন চিনাবাদাম	বারি চিনাবাদাম ৮, বারি চিনাবাদাম ৯, বারি চিনাবাদাম ১০, বারি চিনাবাদাম ১২, বিনা চিনাবাদাম ৮, বিনা চিনাবাদাম ৯, বিনা চিনাবাদাম ১০	৫৬০	৫৪	৫৬০	১৫৭৫	২১৩৫
সরিষা	বারি সরিষা ১৪, বারি সরিষা ১৭, বারি সরিষা ১৮, বারি সরিষা ১৯, বারি সরিষা ২০, বিনা সরিষা ৪, বিনা সরিষা ৯, বিনা সরিষা ১১, বিনা সরিষা ১২	২০৮২৪	৬৪	২০৮২৪	১১৭১৩০	১৩৭৯৫৪
পেঁয়াজ	বারি পেঁয়াজ ৪ (শীতকালীন), বারি পেঁয়াজ ৫ (গ্রীষ্মকালীন), বারি পেঁয়াজ ৬ (শীতকালীন), বারি পেঁয়াজ ৭ (শীতকালীন)	২৮০০	৫৬	২৮০০	৩১৫০	৫৯৫০
পাট	বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি ১), বিজেআরআই দেশী পাট ৮, বিজেআরআই দেশী পাট ১০	৫৬১	৫২	৫৬১	৬৩০০	৬৮৬১
গ্রীষ্মকালীন মুগ	বারি মুগ ৬, বারি মুগ ৭, বারি মুগ ৮, বিনা মুগ ৮, বিনা মুগ ৯, বিনা মুগ ১০, বিনা মুগ ১১, বিনা মুগ ১২	৩৩৯	২৯	৩৩৯	৯৪৫	১২৮৪
সয়াবিন	বারি সয়াবিন ৬, বারি সয়াবিন ৭, বিনা সয়াবিন ৬, বিনা সয়াবিন ৭, বিইউ সয়াবিন ৪	১১১	৯	১১১	৫৬৭	৬৭৮
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	বারি হাইব্রিড টমেটো ৮, বারি হাইব্রিড টমেটো ১০, বারি হাইব্রিড টমেটো ১১	২২৪	৩৫	২২৪	-	২২৪
	মোট	৬৬০৭৫			২৭৯৩১৪	৩৪৫৩৮৯

৫.৩ বছরওয়ারী রাজস্ব প্রদর্শনী ও এডাপশন কার্যক্রমঃ

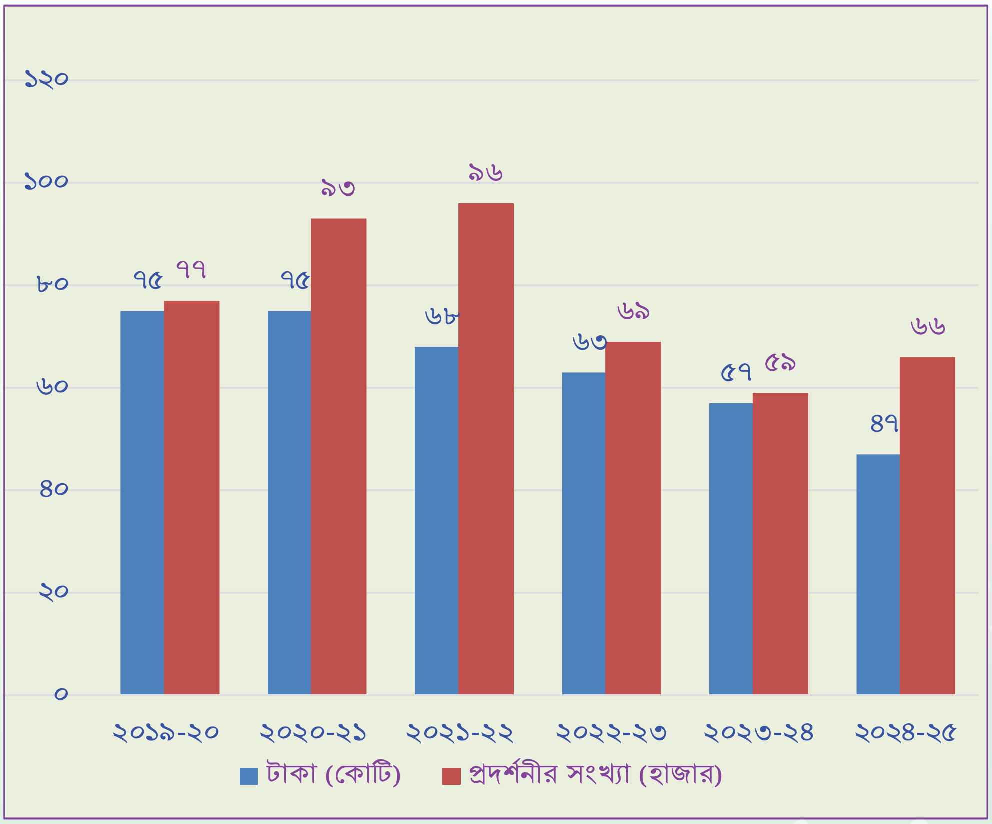

৫.৪ বছরওয়ারি রাসায়নিক সারের বরাদ্দ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য :

(মেট্রিক টন)

অর্থ বছর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	মন্তব্য
২০২৩-২৪	২৭০০০০০	৭৫০০০০	১৬০০০০০	৯০০০০০	৫৫০০০০	
২০২৪-২৫	২৭০০০০০	৭৫০০০০	১৬০০০০০	৯০০০০০	৫৫০০০০	

৫.৫ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার ও সারজাতীয় পণ্যের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র. নং	নিবন্ধনের ধরন	প্রদানকৃত সনদ		মোট	মন্তব্য
		নতুন	নবায়ন		অনলাইন ও অফলাইনসহ
১	সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	১৫	৪১	৫৬	
২	সার আমদানী ও বাজারজাতকরণ	৪৩৫	১৭৪১	২১৭৬	
৩	সার সংরক্ষণ বিতরণ, বিপনণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ (পরিবেশক) নিবন্ধন সনদ	৯৩৮	৩৭০	১৩০৮	
	সর্বমোট	১৩৮৮	২১৫২	৩৫৪০	

৫.৬ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাতিলকৃত ও স্থগিতকৃত সনদ ও মামলা সংখ্যাঃ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাতিকৃত সনদ	১২ টি
২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্থগিতকৃত সনদ	৮ টি
২০২৪-২৫ অর্থবছরে মামলা	৮ টি

৫.৭ কৃষি প্রণোদনা ও কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
১	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাষকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ ও অন্যান্য অনুদান সহায়তা কর্মসূচি: জিও নং-২০৪ তারিখঃ ১২ আগষ্ট, ২০২৪খ্রি.	মাষকলাই	৫১১৬০	৫১১৬০	২৫৫.৮০	৫১১.৬০	২৫৫.৮০	২৫.৫৮	
২	২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্যক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ ও অন্যান্য অনুদান সহায়তা কর্মসূচি: জিও নং-২০৫ তারিখঃ ১২ আগষ্ট, ২০২৪খ্রি.	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী)	৬০৯৭০	৬০৯৭০	৬০.৯৭	৬০৯.৭০	৬০৯.৭০	৫২৪.৩৪২	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
৩	সাম্প্রতিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে দেশের পূর্বাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে পুনর্বাসন কর্মসুচি: জিও নং-২২৯ তারিখঃ ২৯ আগষ্ট, ২০২৪খ্রি.		৮০০০০	৮০০০০	৪০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮৫০.০০	
৪	**২০২৪-২০২৫** অর্থ বছরে রবি মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, শীতকালিন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর, খেসারি, ফেলন, অড়হড় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবারহ সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি: জিও নং-২৩৯ তারিখঃ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪খ্রি.	গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, শীতকালিন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর, খেসারি, ফেলন, অড়হড়	১৬৪১২৩০	১৬৪১২৩০	৮৪৮৬.৮০	১৭৪২৫.৩০	১৫১৯০.৩০	১০২৭.৫৬	
৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিব-২ মৌসুমে পুনর্বাসন কর্মসুচির আওতায় অতিবৃষ্টি, বন্যা ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বসতবাড়িতে বিনামূল্যে বিভিন্ন জাতের শীতকালীন সবজি বীজ সহায়তা পুনর্বাসন কর্মসূচি: জিও নং-২৪১ তারিখঃ ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪খ্রি.	বিভিন্ন জাতের শীতকালীন	১৫০০০০	১৫০০০০	১৮৪.৫০০	-	-	১৫০৪.৫০	১৫০০.০০
৬	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিফ-২ মৌসুমে অতিবৃষ্টি, বন্যা ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে মাঠে চাষযোগ্য শীতকালিন বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের শাকসবজির বীজ বিনামূল্যে ও নগদ অর্থ সহায়তার মাধ্যমে কৃষি	মাঠে চাষযোগ্য শীতকালিন বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের শাকসবজির বীজ	৩০০০০০	৩০০০০০	১২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩১৫০.৩০	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
	পুনর্বাসন কর্মসূচি: জিও নং-২৪৬ তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪খ্রি.								
৭	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিফ-২ মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বোরো ধানের বীজ (উফশী জাত) ও সার বিতরণের মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: জিও নং-২৬১ তারিখঃ ০১ অক্টোবর, ২০২৪খ্রি.	বোরো ধানের বীজ (উফশী জাত)	৫৫০০০০	৫৫০০০০	২৭৫০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৩৪৩.৭৫	
৮	২০২৪-২৫ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্তি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি: জিও নং-২৭০ তারিখঃ ০৯ অক্টোবর, ২০২৪খ্রি.	বোরো ধান	২১০০০	-	২৮০.০০	৩৫০.০০	-	১৬০১.৬০০	
৯	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ সহায়তার মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: নং-২৭৭ তারিখঃ ১৬ অক্টোবর, ২০২৪খ্রি.	বোরো হাইব্রিড	৩০০০০০	৩০০০০০	৬০০.০০	-	-	১৫.০০	
১০	২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-২৮০ তারিখঃ ২০ অক্টোবর, ২০২৪খ্রি.	বোরো হাইব্রিড	৮৭৭০০০	১৭৫৪.০০	-	-	-	৪৩.৮৫০	
১১	২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় রবি মৌসুমে শাকসবজি ও সরিষা ফসলের আবাদ ও	রবি শাকসবজি ও সরিষা	২১৪০০০	২১৪০০০	১৬৭.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	৬৪.১৭৫	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
	উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: জিও নং-৩০২ তারিখঃ ০৩ নভেম্বর, ২০২৪খ্রি.								
১২	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দেশি জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচী: জিও নং-৩৪৩ তারিখঃ ০৫ডিসেম্বর, ২০২৪খ্রি.	দেশি জাতের আনারস	৭৮০	১৭৫৫০০০ টি চারা	-	-	-	২৬.৩২৫৪৮.০০	২৪.০০
১৩	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিফ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবারহ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-২৭ তারিখঃ ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫খ্রি.	গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিল	৫৭৩৫০	৫৭৩৫০	১২১.৯৫০	৫৭৩.৫০	২৮৬.৭৫	২৪.৫৫৫	
১৪	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ) কর্মসূচি: জিও নং-৮১ তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫খ্রি.	উফশী আউশ	৬৫১৪০০	৬৫১৪০০	৩২৫৭.০০	৬৫১৪.০০	৬৫১৪.০০	৪০৭.১২৫	
১৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে পাট ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ বিতরণ কর্মসুচী: জিও নং-১১০ তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৫খ্রি.	পাট	১০০০০০	১০০০০০	১০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	২৭.৫০	
১৬	২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত হতে খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীস্মকালীন পেঁয়াজ বীজ প্রণোদনা কর্মসুচি: জিও নং-১২৯ তারিখঃ ২১ এপ্রিল, ২০২৫খ্রি.	গ্রীস্মকালীন পেঁয়াজ	৫০০০০	৫০০০০	৫০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২৩০.০০	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
১৭	২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত হতে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ/২০২৫-২৬ মৌসুমে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড তুলা বীজ প্রণোদনা কর্মসুচি: জিও নং-১৪৩ তারিখঃ ৩০ এপ্রিল, ২০২৫খ্রি.	হাইব্রিড তুলা	২১১০০	২১১০০	১২.৬৬	-	১০৫৫.০০	৪৯০.৫৭৫	
১৮	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিফ মৌসুমে উফশী রোপা আমন আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ) কর্মসূচি: জিও নং-১৬০ তারিখঃ ১৪ মে, ২০২৫খ্রি.	উফশী রোপা আমন	৬০০০০০	৬০০০০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৩৭৫.০০১০	
১৯	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিফ মৌসুমে উফশী রোপা আমন আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ) কর্মসূচি: জিও নং- ১৭৫তারিখঃ ২৬ মে , ২০২৫খ্রি.	উফশী রোপা আমন	৩০০০০০	৩০০০০০	১৫০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৮৭.৫০	
২০	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দেশি জাতের নারিকেল চারা ব্যবহারের মাধ্যমে নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-১৮১ তারিখঃ ২৮ মে , ২০২৫খ্রি.	নারিকেল চারা	১০০০০০	৭০০০০০ টি চারা	-	-	-	১৭.৫০০	
২১	২০২৪-২৫ অর্থবছরে মরিচ বীজ (হাইব্রিড) ব্যবহারের মাধ্যমে মরিচ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং- ১৮২ তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৫খ্রি.	মরিচ (হাইব্রিড)	৩০০০০	৩০০০০	.৩০০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৪৪.২৫	
২২	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে লেবু চারা ব্যবহারের মাধ্যমে লেবুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা ও বেড়া সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-১৮৩ তারিখঃ ২৮ মে , ২০২৫খ্রি.	লেবু চারা	৩০০০০	১৫০০০০ টি চারা	-	-	-	৭.৫০০	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
২৩	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় শীতকালীন পেঁয়াজ বীজও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং- ১৮৪ তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৫খ্রি.	শীতকালীন পেঁয়াজ কন্দ	৫০০০	৫০০০	৮০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯২.৬২৫	
২৪	২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এয়ার ফ্লো মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রণোদনা কর্মসূচি: জিও নং-১৯১ তারিখঃ ০১ জুন , ২০২৫খ্রি.	-	৪০০০	৪০০০ এয়ার ফ্লো মেশিন	-	-	-	১০৮৪.০০	
২৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ফলে মেহেরপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কলা আবাদকারী কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি : জিও নং-১৯৩ তারিখঃ ০১ জুন , ২০২৫খ্রি.	কলা ফসলে সার ও অন্যান্য উপকরণ	২৪০০	-	-	৪৮.০০	২৪.০০	২৪.২৪	
২৬	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দেশি জাতের তাল চারা ব্যবহারের মাধ্যমে তালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-১৯৭ তারিখঃ ০৪ জুন , ২০২৫খ্রি.	তাল চারা	-	১০০০০০ টি তাল চারা	-	-	-	৩৫২.৫০০	
২৭	২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিফ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন উফশী জাতের শাকসবজি বীজ ও সার সহায়তার মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি: জিও নং-২০০ তারিখঃ ১৫ জুন , ২০২৫খ্রি.	গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন উফশী জাতের শাকসবজি	৫৭১৩৩	৫৭১৩৩	১২.৮৫৫	২৮৫.৬৬৫	২৮৫.৬৬৫	১৪.৬০৪	
২৮	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দেশি জাতের আম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-২০৪	দেশি জাতের আম চারা	৪০০০০	২০০০০০ টি চারা	-	-	-	৫.০০	

ক্র. নং	প্রণোদনার বিবরণ	ফসলের নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট বিতরণকৃত উপকরণ (মে.ট.)			অন্যান্য ব্যয়	নগদ অর্থ
					বীজ	ডিএপি	এমওপি		
	তারিখঃ ১৭ জুন , ২০২৫খ্রি.								
২৯	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নিম, বেল, জাম ও কাঁঠাল চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-২০৭ তারিখঃ ১৭ জুন , ২০২৫খ্রি.	নিম, বেল, জাম ও কাঁঠাল চারা	৬২৫০০০	২৫০০০০০ টি চারা	-	-	-	৬২.৫০০	
৩০	২০২৪-২৫ অর্থবছরে আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাস চারা উৎপাদনকারী বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের নার্সারী মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি: জিও নং-২১০ তারিখঃ ১৭ জুন , ২০২৫খ্রি.	আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাস চারা উৎপাদনকারী বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের নার্সারী মালিকদের ক্ষতিপূরণ	৯৩৭৮৯০০	-	-	-	-	-	

৫.৮ বছরওয়ারি ২৮ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

(উৎপাদন ও ফলন পাটের ক্ষেত্রে লক্ষ বেল, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে লক্ষ মেট্রিক টন)								ধানের ফলন ও উৎপাদন চালে ধরা হয়েছে		
ক্র.নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩			২০২৩-২৪			২০২৪-২৫		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন
	দানা ফসল									
১ (ক)	হাইব্রিড	০.৬৩৮	২.৬৬৫	৪.১৮	০.৫২৮	১.৯৭৩	৩.৭৪	০.৫০৭	১.৮৬৬	৩.৬৮
	উফশী	৯.১২৫	২৫.১২৫	২.৭৫	৯.১৩৯	২৬.৭২৬	২.৯২	৮.৫৪৩	২৫.২৩৮	২.৯৫
	স্থানীয়	০.৮৫০	১.২২১	১.৪৪	০.৬৮০	১.০৩০	১.৫১	০.৫৪০	০.৮৩১	১.৫৪
	আউশ ধান(চালে)	১০.৬১৩	২৯.০১১	২.৭৩	১০.৩৪৮	২৯.৭২৯	২.৮৭	৯.৫৯০	২৭.৯৩৪	২.৯১৩
১ (খ)	হাইব্রিড	৩.৪৬৭	১৫.০৯৪	৪.৩৫	৩.১৮৬	১১.৬২৮	৩.৬৫	৩.৪৪১	১২.৬৪২	৩.৬৭
	উফশী	৪৪.৭২৭	১২৫.৪৫৯	২.৮০	৪৬.১৯৭	১৪২.২৮৫	৩.০৮	৪৫.১৩৭	১৪০.২৩২	৩.১১
	স্থানীয়	৬.৮৬২	১১.৩০৫	১.৬৫	৫.৮৫৪	১০.০১৬	১.৭১	৫.৪৭৫	৯.৮১৮	১.৭৯
	রোপা আমন	৫৫.০৫৬	১৫১.৮৫৮	২.৯৫	৫৫.২৩৭	১৬৩.৯২৯	২.৯৭	৫৪.০৫২	১৬২.৬৯১	৩.০১
	বোনা আমন	২.১৯৩	২.৪০৬	১.১০	২.২৭১	২.৬৩৩	১.১৬	২.০৬৮	২.৪৫৪	১.১৯
	আমন ধান (চালে)	৫৭.২৪৮	১৫৪.২৬৪	২.৭০	৫৭.৫০৮	১৬৬.৫৬৩	২.৯০	৫৬.১২০	১৬৫.১৪৫	২.৯৪
১ (গ)	হাইব্রিড	১২.০৮১	৫৭.৩৬১	৪.৭৫	১২.৬৭৭	৬০.৬৭২	৪.৭৯	১৫.১১৭	৭৫.৯১৮	৫.০২
	উফশী	৩৬.১৯৬	১৪৯.৮৪৮	৪.১৪	৩৫.৮৭২	১৪৯.৫৭২	৪.১৭	৩৫.২২১	১৪৯.৯২৬	৪.২৬
	স্থানীয়	০.২৪৫	০.৪৬৮	১.৯১	০.২২৯	০.৪৩৯	১.৯২	০.১২৪	০.২৩৮	১.৯২
	বোরো ধান (চালে)	৪৮.৫২৩	২০৭.৬৭৬	৪.২৮	৪৮.৭৭৮	২১০.৬৮৪	৪.৩২	৫০.৪৬১	২২৬.০৮২	৪.৪৮
মোট ধান (চালে)		১১৬.৩৮৪	৩৯০.৯৫২	৩.৩৬	১১৬.৬৩৩	৪০৬.৯৭৫	৩.৪৯	১১৬.১৭২	৪১৯.১৬১	৩.৬১

(উৎপাদন ও ফলন পাটের ক্ষেত্রে লক্ষ বেল, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে লক্ষ মেট্রিক টন)									ধানের ফলন ও উৎপাদন চালে ধরা হয়েছে		
ক্র.নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩			২০২৩-২৪			২০২৪-২৫			
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	
২	**গম**	৩.১৬৮	১১.৭০২	৩.৬৯	৩.১১৬	১১.৭২২	৩.৭৬	২.৮০৭	১০.৪১১	৩.৭১	
৩	ক) শীত. ভূট্টা	৫.১৯১	৫৭.৫২৯	১১.০৮	৫.৪৩৯	৬০.৮১৬	১১.১৮	৫.৭৮৬	৬৫.৭১৩	১১.৩৬	
	খ) গ্রীষ্ম. ভূট্টা (খরিপ-১)	০.৮৬৭	৬.৭৮৫	৭.৮৩	০.৯৮৭	৮.০২৪	৮.১৩	০.৯৯৫	৮.২৮১	৮.৩২	
	ভুট্টা (ক+খ)	৬.০৫৭	৬৪.৩১৫	১০.৬২	৬.৪২৬	৬৮.৮৪০	১০.৭১	৬.৭৮১	৭৩.৯৯৪	১০.৯১	
মোট দানা ফসল		১২৫.৬১০	৪৬৬.৯৬৮	৩.৭২	১২৬.১৭৪	৪৮৭.৫৩৭	৩.৮৬	১২৫.৭৬০	৫০৩.৫৬৬	৪.০০	
কন্দাল ফসল											
	উফশী আলু	৩.৮৮২	৯৪.৮৬৯	২৪.৪৪	৩.৯৩৩	৯৭.০৩৩	২৪.৬৭	৪.৩২২	১০৬.৮৬৯	২৪.৭২	
	স্থানীয় আলু	০.৬৭৪	৯.৪৪৮	১৪.০৩	০.৬৩৭	৮.৯৭৯	১৪.১০	০.৬২৭	৮.৮৬৮	১৪.১৫	
৪	**মোট আলু**	৪.৫৫৫	১০৪.৩১৭	২২.৯০	৪.৫৭০	১০৬.০১২	২৩.২০	৪.৯৪৯	১১৫.৭৩৬	২৩.৩৯	
৫	মিষ্টি আলু	০.৩৩০	৬.৫৭৫	১৯.৯২	০.৩৩০	৬.৬৫১	২০.১৪	০.৩৩০	৬.৬৯৬	২০.২৮	
মোট কন্দাল ফসল		৪.৮৮৫	১১০.৮৯২	২২.৭০	৪.৯০০	১১২.৬৬৩	২২.৯৯	৫.২৭৯	১২২.৪৩২	২৩.১৯	
আঁশ ফসল											
৬	ক) দেশী পাট	০.৩১২	২.৮১৮	৯.০৩	০.২৮৪	২.৭৬৬	৯.৭৩	০.২৫১	২.২৪৫	৮.৯৩	
	খ) তোষা পাট	৬.৫৩৪	৭৭.৮২৭	১১.৯১	৬.৪৫১	৮৮.০০০	১৩.৬৪	৬.২২২	৭২.৩৫৪	১১.৬৩	
	গ)মেস্তা ও কেনাফ	০.৪৫৩	৩.৯৩২	৮.৬৯	০.৫০২	৫.০৪৯	১০.০৬	০.৪৫৫	৪.০৫৩	৮.৯১	
পাট(ক+খ+গ)		৭.২৯৯	৮৪.৫৭৭	১১.৫৯	৭.২৩৭	৯৫.৮১৫	১৩.২৪	৬.৯২৮	৭৮.৬৫২	১১.৩৫	
৭	ক) শীত.শাকসব্জী	৬.২৩৮	১৪২.৩৫৬	২২.৮২	৬.২৬৬	১৪৬.৭০৮	২৩.৪১	৬.৪২২	১৪৯.৩২৩	২৩.২৫১	
	খ) খরিপ-১ শাকসব্জী	৩.৬৬৯	৬২.৯৭৩	১৭.২০	৩.৭৫৭	৬৮.৮১৮	১৮.৩২	৩.৬৮৪	৬৯.৪৯৩	১৮.৮৬	
	গ) খরিপ-২ শাকসব্জী	১.২০৫	২০.০৭৯	১৬.৬৬	১.৫৯২	২৬.২৬০	১৬.৫০	১.৭৭১	৩১.৯২১	১৮.০২	
	গ্রীষ্ম.সব্জী (খ+গ)	৪.৮৭৫	৮৩.০৫২	১৭.০৪	৫.৩৪৯	৯৫.০৭৮	১৭.৭৮	৫.৪৫৫	১০১.৪১৫	১৮.৫৯	
শাক-সব্জী (শীত+গ্রীষ্ম.)		১১.১১৩	২২৫.৪০৮	২০.২৮	১১.৬১৫	২৪১.৭৮৭	২০.৮২	১১.৮৭৭	২৫০.৭৩৭	২১.১১	
তৈল ফসল											
৮	**সরিষা**	৮.১২৮	১১.৬৩১	১.৪৩	১০.৯৭১	১৬.০৭০	১.৪৬	১০.৪০২	১৫.৩৪২	১.৪৭	
৯	ক) শীত.চীনাবাদাম	০.৮৬৯	১.৬৬৯	১.৯২	০.৯১৭	১.৮১১	১.৯৭	০.৯৩১	১.৮০৭৪	১.৯৪	
	খ) গ্রীষ্ম. চীনাবাদাম খ-১	০.০৮২	০.১৫৮	১.৯৩	০.০৭৩	০.১৪৬	২.০১	০.০৭৭	০.১৫৯৬	২.০৭	
	খ) গ্রীষ্ম. চীনাবাদাম খ-২							০.০১২	০.০২৩৬	১.৯৬	
	গ্রীষ্ম. চীনাবাদাম	০.০৮২	০.১৫৮	১.৯৩	০.০৭৩	০.১৪৬	২.০১	০.০৮৯	০.১৮৩	২.০৫	
	মোট চীনাবাদাম:	০.৯৫১	১.৮২৭	১.৯২	০.৯৯০	১.৯৫৮	১.৯৮	১.০০৮	১.৯৬৭	১.৯৫	
১০	**তিসি**	০.০১২	০.০১৩	১.০৪	০.০০৮	০.০০৯	১.০৯	০.০০৭	০.০০৭৮	১.০৮	
১১	ক) শীত. তিল	০.০২৩	০.০২৬	১.১১	০.০১৮	০.০১৯	১.০৮	০.০১৯	০.০২০৯	১.০৮	
	খ) গ্রীষ্ম. তিল (খরিপ-১)	০.৫৭৯	০.৭৩৫	১.২৭	০.৫৯৪	০.৭৩৯	১.২৪	০.৬৫৮	০.৮২৩	১.২৫	

(উৎপাদন ও ফলন পাটের ক্ষেত্রে লক্ষ বেল, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে লক্ষ মেট্রিক টন)									ধানের ফলন ও উৎপাদন চালে ধরা হয়েছে		
ক্র.নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩			২০২৩-২৪			২০২৪-২৫			
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	
	মোট তিল	০.৬০৩	০.৭৬১	১.২৬	০.৬১২	০.৭৫৮	১.০৮	০.৬৭৭	০.৮৪৪	১.২৪৭	
১২	**সয়াবিন**	০.৮৬০	১.৫৪২	১.৭৯	০.৯৪১	১.৭২৭	১.৮৩	১.০৫৯	১.৯৬২	১.৮৫	
১৩	**সূর্যমুখী**	০.১৪৭	০.২৭৮	১.৯০	০.১৬৬	০.২৭৯	১.৬৮	০.১২৭	০.২২২	১.৭৪	
মোট তৈল ফসল		১০.৭০১	১৬.০৫৩	১.৫০	১৩.৬৮৮	২০.৮০২	১.৫২	১৩.২৮১	**২০.৩৪৫**	**১.৫৩**	
ডাল ফসল											
১৪	**মসুর**	১.৩০৩	১.৮৫১	১.৪২	১.১৪৮	১.৬৬৩	১.৪৫	১.০৭২	১.৫৫০৪	১.৪৫	
১৫	**ছোলা**	০.০২২	০.০২৯	১.৩২	০.০২১	০.০২৮	১.৩৮	০.০১৬	০.০২২	১.৪১	
১৬	ক) শীত. মুগ	২.০৩৬	২.৬২১	১.২৯	২.১২২	২.৫৭০	১.২১	২.১৩৯	২.৬০১৬	১.২২	
	খ) খরিফ ১ মুগ	০.২০৩	০.২৪৭	১.৩১	০.১৬৮	০.২১২	১.২৬	০.১৩৫	০.১৮৫	১.৩৭	
	গ) খরিফ ২ মুগ							০.০০৪	০.০০৬	১.৪৫	
	গ্রীষ্ম. মুগ	০.২০৩	০.২৪৭	১.৩১	০.১৬৮	০.২১২	১.২৬	০.১৩৯	০.১৯১	১.৩৭	
	মুগ (শীত+গ্রীষ্ম.)	২.২৩৯	২.৮৬৮	১.২৮	২.২৯০	২.৭৮৩	১.২২	২.২৭৯	২.৭৯৩	১.২২৫	
১৭	ক) রবি মাসকলাই	০.২৬৩	০.৩০০	১.১৪	০.২৪৬	০.২৮৯	১.১৮	০.২১৯	০.২৬২	১.১৯	
	গ্রীষ্ম. মাসকলাই (খরিফ ২)	০.৬০৪	০.৭৫২	১.২৫	০.৬২৬	০.৮১০	১.২৯	০.৫৬৩	০.৭৬৮	১.৩৬	
	মাসকলাই (শীত+গ্রীষ্ম.)	০.৮৬৭	১.০৫২	১.২১	০.৮৭২	১.০৯৯	১.২৬	০.৭৮২	১.০২৯৯	১.৩১৬	
১৮	**খেসারী**	২.০৪১	২.৫২০	১.২৩	১.৮৬৩	২.৩১৪	১.২৪	১.৭৮০	২.১৯২	১.২৩	
১৯	**মটর**	০.০৯৮	০.১৩২	১.৩৫	০.০৯৩	০.১৩৩	১.৪৪	০.০৮৭	০.১৮৩	২.১০	
২০	**অড়হড়**	০.০০৩	০.০০৪	১.২১	০.০০৩	০.০০৩	১.২৯	০.০০৪	০.০০৫	১.৩৫১	
২১	**ফেলন**	০.৩৪২	০.৪৩৩	১.২৭	০.৩৩০	০.৪৪২	১.৩৪	০.৩৪২	০.৪৫০	১.৩২	
মোট ডাল ফসল		৬.৯১৪	৮.৮৮৯	১.২৯	৬.৬১৮	৮.৪৬৬	১.২৮	৬.৩৬১	৮.২২৫	১.২৯	
মসলা ফসল											
২২	ক) চারা পেঁয়াজ	১.৮০৫	২৫.১০৪	১৩.৯১	১.৮২১	২৭.১৯৪	১৪.৯৩	১.৯৭১	২৯.৯০৮	১৫.১৭	
	খ) কন্দ পেঁয়াজ	০.৫৮২	৮.০৯০	১৩.৯০	০.৬৬৭	৯.৫৪৪	১৪.৩২	০.৭০৫	১০.৭৫৯	১৫.২৫	
	গ) বীজ পেঁয়াজ	০.০৮০	০.৯৭৪	১২.১৭	০.১০০	১.১৬১	১১.৬০	০.১২৫	১.৭৮২	১৪.২৯	
	শীত. মোট পেঁয়াজ	২.৪৬৭	৩৪.১৬৭	১৩.৮৫	২.৫৮৮	৩৭.৮৯৯	১৪.৬৪	২.৮০১	৪২.৪৫০	১৫.১৫	
	ঘ) খরিফ১ পেঁয়াজ(প্রণোদনাসহ)	০.০৩৬	০.৩৯৮	১৪.৫০	০.০৭৭	১.২১২	১৫.৭৪	০.০৫০	০.৬০৯	১২.১৭	
	ঙ) খরিফ ২ পেঁয়াজ (প্রণোদনাসহ)	-	-	-	-	-	-	০.০৮৩	১.৪২৮	১৭.৩১	
	চ) গ্রীষ্ম. পেঁয়াজ	০.০৩৬	০.৩৯৮	১১.০৪	০.০৭৭	১.২১২	১৫.৭৪	০.১৩৩	২.০৩৭	১৫.৩৭	
	মোট পেঁয়াজ (শীত.+ গ্রীষ্ম.)	২.৫০৩	৩৪.৫৬৫	১৩.৮১	২.৬৬৫	৩৯.১১২	১৪.৬৮	২.৯৩৪	৪৪.৪৮৭	১৫.১৬	
২৩	**রসুন**	০.৭৪২	৬.৪১১	৮.৬৪	০.৭৬৮	৬.৭৬১	৮.৮০	০.৮৫৮	৭.৮৮৭	৯.১৯	

(উৎপাদন ও ফলন পাটের ক্ষেত্রে লক্ষ বেল, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে লক্ষ মেট্রিক টন)									ধানের ফলন ও উৎপাদন চালে ধরা হয়েছে	
ক্র.নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩			২০২৩-২৪			২০২৪-২৫		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	ফলন
২৪	**ধনিয়া**	০.৪২৫	০.৬১৭	১.৪৫	০.৪৩০	০.৬০৬	১.৪১	০.৪৫৮	০.৬৩১	১.৪০
২৫	ক)শীত.মরিচ শুকনা	১.১৬৪	২.২০০	১.৮৯	১.২৬০	২.৪৫৫	১.৯৫	১.২২৬	৪.১০২	৩.৩৫
	খ)খরিফ ১ মরিচ শুকনা	০.৩৮৫	০.৬৬৭	১.৭৩	০.৩৭১	০.৮৫৪	২.৩০	০.৩৯৫	০.৮৭৪	২.২১
	গ)খরিফ ২ মরিচ শুকনা	-	-	-	-	-	-	০.০২৬	০.০৫৩	২.০০
	মোট গ্রীষ্ম.মরিচ শুকনা	০.৩৮৫	০.৬৬৭	১.৭৩	০.৩৭১	০.৮৫৪	২.৩০	০.৪২১	০.৯২৭	২.২০
	মরিচ শুকনা (শীত.+ গ্রীষ্ম.)	১.৫৪৯	২.৮৬৭	১.৮৫	১.৬৩১	৩.৩০৯	২.০৩	১.৬৪৮	৫.০২৯	৩.০৫
	ক) শীত.মরিচ কাচা	-	-	-	-	-	-	১.২২৬	১২.৩২০	১০.০৫
	খ) খরিফ ১ মরিচ কাচা	-	-	-	-	-	-	০.৩৯৫	৩.৮৮১	৯.৮৩
	গ) খরিফ ২ মরিচ কাচা	-	-	-	-	-	-	০.০২৬	০.২২৭	৮.৬৪
	মোট গ্রীষ্ম.মরিচ কাচা	-	-	-	-	-	-	০.৪২১	৪.১০৮	৯.৭৫
	মরিচ কাচা (শীত.+ গ্রীষ্ম.)	-	-	-	-	-	-	১.৬৪৮	১৬.৪২৮	৯.৯৭
২৬	**আদা**	০.১৭৮	২.৪৭১	১৩.৮৯	০.১৮০	২.৪৭৮	১৩.৭৪	০.১৯০	২.৫১৪	১৩.২৫
২৭	**হলুদ**	০.৩৯২	১.৫৮৯	৪.০৫	০.৩৯১	১.৬০৪	৪.১১	০.৩৮৪	১.৫৯৭	৪.১৫
২৮	**কালোজিরা**	০.১১৩	০.১১৬	১.০৩	০.১০৪	০.১১৪	১.০৯	০.১১৩	০.১২৪	১.১০
	মোট মসলা ফসল	৫.৯০৩	৪৮.৬৩৭	৮.২৪	৬.১৬৯	৫৩.৯৮৩	৮.৭৫	৬.৫৮৪	৬২.২৬৯	৯.৪৬

তথ্যসুত্র: কন্ট্রোল রুম টিম, ডিএই

সরেজমিন উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রণোদনার আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ এবং শস্য কর্তন অনুষ্ঠান

শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলের চারা বিতরণ

প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এবং মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

৬. উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং পরিচিতি

এ উইং এর মাধ্যমে সারাদেশে আবাদকৃত ফসল ও ফলমূলের ক্ষতিকারক রোগ-বালাই থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রোগ-বালাই দ্বারা ফসল আক্রান্ত হলে ফসল রক্ষার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক কারিগরী পরামর্শ দান ও সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষককে সহায়তা দান, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল নিরুপন, রোগ বালাই সম্পর্কে জরিপ ও আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষককে সতর্ক করা। এছাড়াও মাঠ ফসলে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশকের নিবন্ধন, উৎপাদন ও বিপণনে লাইসেন্স প্রদান এবং বালাইনাশকের মান-নিয়ন্ত্রণে ও বিধিবদ্ধ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ উইং এর প্রধান কাজ। বিভিন্ন যৌথ ধারণা ও বিষয়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, এনজিও ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোথাযোগ রক্ষা করা।

৬.১ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর প্রধান কার্যক্রমসমূহ

১. বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং।
২. বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন।
৩. গুণগতমান সম্পন্ন ও পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক আমদানিতে উৎসাহিত করা।
৪. রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সের ফি বাবদ জমাকৃত অর্থের প্রতিবেদন পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং বরাবর প্রেরণ।
৫. নিয়মিত সাব-পিটাক ও পিটাক সভা সম্পাদন করা।
৬. বালাইনাশক সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রনয়ন, সংশোধন, সংযোজন প্রভৃতি কাজে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।
৭. বালাইনাশক আমদানী/উৎপাদনের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বালাইনাশক কম্পোজিশনের সকল প্রোপার্টিস ল্যবে টেস্টের মাধ্যমে নির্ণয় করা।
৮. বালাইনাশক পরিদর্শন কর্তৃক জব্দকৃত বালাইনাশকের কার্যকরি উপাদানের মাত্রা নির্ণয় করা।
৯. মাঠ ফসলের বালাই পরিস্থিতির পাক্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন তৈরি ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০. অতন্দ্র জরীপ, আগাম সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস কার্যক্রমের মাধ্যমে ফসল সংরক্ষণ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করা।
১১. ইঁদুর নিধন কার্যক্রম প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন।
১২. সিমিট বাংলাদেশ এর সাথে IPMA (Integrated Pest Management Activity) নামক সাব গ্র্যান্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৩. পরিবেশবান্ধব আইপিএম পদ্ধতি মাঠ পযায়ে সম্প্রসারণ করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখা।
১৪. আইপিএম কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা।
১৫. বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা।
১৬. ইনভেসিভ পেস্ট ও অন্যান্য পেস্টের পেস্ট এলার্ট জারি করা।

৬.২ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অর্জনঃ

৬.২.১. বিগত বছরে বাংলাদেশে বালাইনাশক আমদানির ক্রমহ্রাস পরিমাণ (মেট্রিক টন/কিলোলিটার)

বছর	কীটনাশক			মাকড়নাশক	ছত্রাকনাশক	আগাছানাশক	ইঁদুরনাশক	মোট
	দানাদার	তরল	পাউডার					
২০২৩-২৪	৩১৩৫.০০	৬৮৭০.০০	২৫৯০.০০	১৪২.০০	১৮২৩০.০০	৮০৮৫.০০	১০৫.০০	৩৯১৫৭.০০
২০২৪-২৫	২৩৭৫.০০	৩২৮০.০০	৭৪০০.০০	১৭০.০০	১৯৩৭৫.০০	৮১২০.০০	১১২.০০	৪০৮৩২.০০

বারগ্রাফে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অর্জনঃ

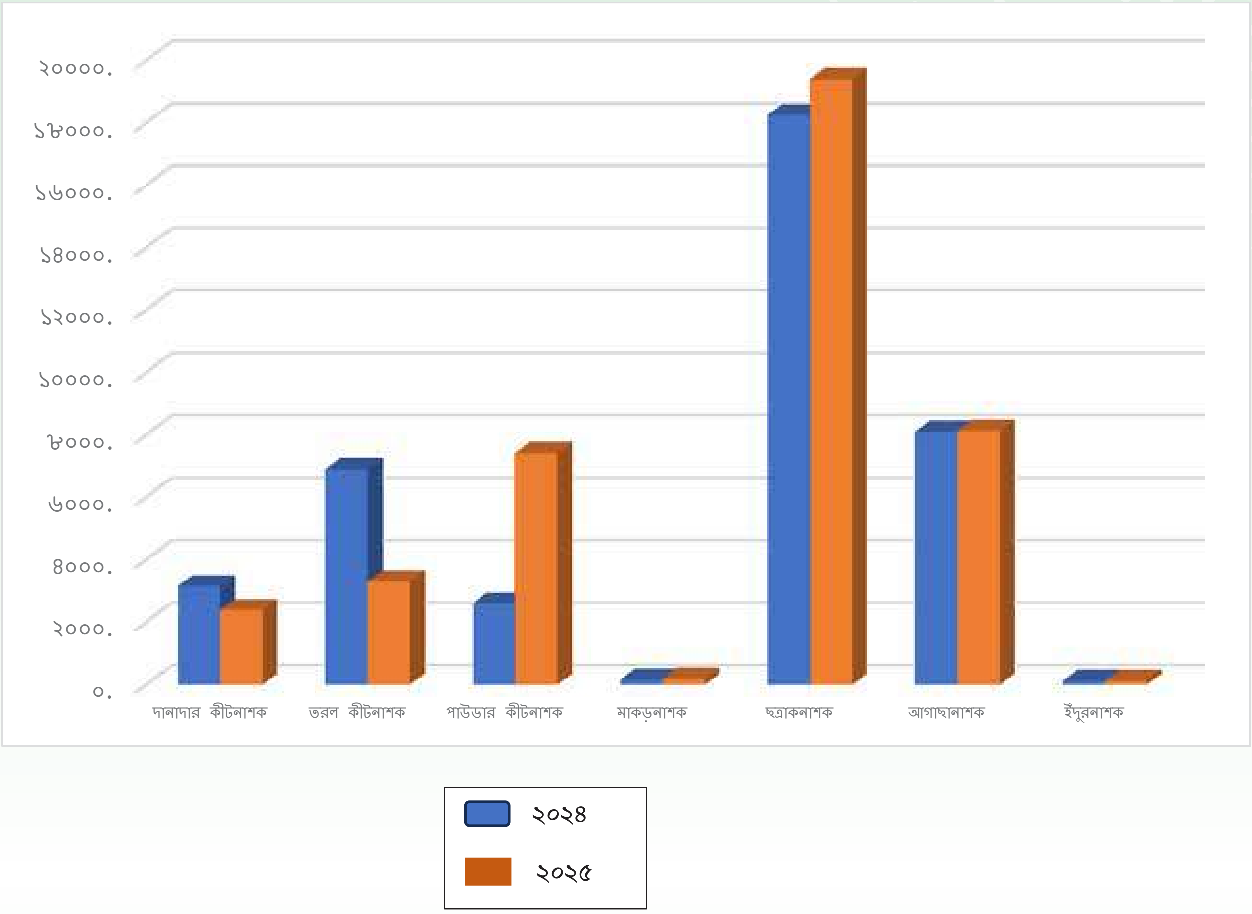

বিগত বছরে বাংলাদেশে বালাইনাশক আমদানির ক্রমহ্রাস পরিমাণ

৬.২.২. বালাইনাশকের নমুনা পরীক্ষাঃ

বছর	নিবন্ধন		নবায়ন		অন্যান্য	
	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত
২০২২	১৬৮৭	১৬৬২	১৭৫৩	১৭৫৯	৭১১	৭০১
২০২৩	১৮৯২	১৮৮০	১৮০৮	১৮০৮	৬৮৯	৬৮৩
২০২৪	-	-	৭৭২	৭৭২	৮৯৩	৮৯৩
২০২৫	১৭৮৯	১৭৬০	১৯৬৭	১৯৬৭	১১৫০	১১৫০

৬.২.৩. রাজস্ব আদায়

অর্থবৎসর	আদায়কৃত রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)
২০২২-২৩	৫৭৮.৩৫৫৩২
২০২৩-২৪	৪৫৮.৪৬৫৫৩
২০২৪-২৫	১৭২৮.১৭৩৯৭

৬.২.৪. বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন

ক্রমিক নং	অর্থবছর	রেজিস্ট্রেশনকৃত বালাইনাশকের সংখ্যা
০১	২০২৪-২৫	০

৬.২.৫. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লাইসেন্স অনুমোদন

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম	অনুমোদন সংখ্যা (টি)
০১	আমদানি লাইসেন্স	২২২
০২	রিপ্যাকিং লাইসেন্স	২১৯
০৩	হোলসেল লাইসেন্স	২৯৪
০৪	আমদানি (টেকনিক্যাল গ্রেড)	৮৪
০৫	ফরমুলেশন লাইসেন্স	৮২
০৬	বিজ্ঞাপন লাইসেন্স	২৩৭
০৭	পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স	০৯

৬.২.৬. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে লাইসেন্স বাতিল

ক্রমিক নং	ব্র্যান্ড নাম/ট্রেড নাম	রেজি নং	কোম্পানী নাম	মন্তব্য
১	**লাইসেন্স বাতিল হয়নি।**	–	–	-

৬.২.৭. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান

ক্রমিক নং	ক্যাডার কর্মকর্তা	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	কৃষক
০১	৭০৫	৫৯৬	৩৭০০

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর পরিচালক মহোদয়ের পেস্টিসাইড কোম্পানী সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়ের অতন্দ্র জরিপ ব্লকে কর্মরত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের সাথে শেরপুরে মতবিনিময় সভা এবং মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

৭. উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং পরিচিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং হলো উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং। এই উইং টি মূলত সরেজমিন উইং, হর্টিকালচার উইং ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ, আন্ত:সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্য আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পূর্ব তথা ১৯৬৭ সালের জুন পর্যন্ত এই ভূখন্ডে মোট ০৬ টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, মংলা সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বেনাপোল স্থল বন্দর এবং দর্শণা স্থল বন্দর) মাধ্যমে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম চালু ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সাথে সাথে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও ০৬ টি স্থলবন্দরকে (হিলি স্থল বন্দর, সোনামসজিদ স্থল বন্দর, বুড়িমারী স্থল বন্দর, টেকনাফ স্থল বন্দর, আখাউড়া স্থল বন্দর ও তামাবিল স্থল বন্দর) পূর্নাঙ্গভাবে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন হিসেবে পরিচালিত হলেও ২০১৪ সালে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং গঠিত হয়। বর্তমানে মোট ৩০ টি উদ্ভিদসংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমের গুরুত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রসমূহকে এ (১২ টি) , বি (০৮ টি) এবং সি (১০টি) ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। বর্তমানে ২৩ টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র কার্যকর রয়েছে।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতাধীন উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের অফিস ভবন সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

ক্রঃ নং	সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম	মোট জমির পরিমাণ	ভবনের সংখ্যা	কক্ষ সংখ্যা	ল্যাবরেটরি আছে কি-না?
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ স্টেশন সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ৩.৩৫ একর	২টি	২৫ (পঁচিশটি)	আছে
০২.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, মংলা বাগের হাট	১। খুলনা অফিসঃ নিজস্ব জমি: ০.৫৯ একর ২। মোংলা অফিসঃ বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে লিজ নেয়া: ০.৭৫ একর	২ টি	৬০ টি	আছে
০৩.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা	৫৫০ বর্গফুট (ইজারাকৃত ভবন)	-	৪ টি	আছে
০৪.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহ আমানত বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম	প্রযোজ্য নয়	-	৩ টি	আছে
০৫.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার	৮০ শতক	১ টি	১০ টি	হ্যাঁ
০৬.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বেনাপোল, যশোর	১৭ একর	২ টি	১৬ টি	আছে
০৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা	০.৫০ শতক	১ টি	১১ টি	আছে
০৮.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫০ শতক	১ টি	২১ টি	আছে
০৯.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০.২০ একর	১ টি	১১ টি	আছে
১০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর	০.৩৭ একর	১ টি	১৪ টি	আছে
১১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পটুয়াখালী	-	-	-	-
১২.	কেন্দ্রিয় প্যাকিং হাউজ শ্যামপুর, ঢাকা	১.০০ একর	১ টি	৩৬ টি কক্ষ ও ৩য় তলায় ল্যাবের কাজ চলমান	আছে
১৩.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, দর্শণা, চুয়াডাঙ্গা	২৫.১৯ শতাংশ	১ টি	১৩ টি	আছে
১৪.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, তামাবিল, সিলেট	০১ (এক) একর	১ টি	০৮ টি	আছে
১৫.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	১ একর	৩ টি	২৫ টি	বি
১৬.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বাংলাবান্দা, পঞ্চগড়	৫০ শতক	১ টি	১৬ টি	আছে
১৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট	ভাড়াঅফিস	-	০২ টি	আছে
১৮.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদী বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	০.২৫০৭ একর	২ টি	৮ টি	নাই
১৯,	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি), কমলাপুর, ঢাকা	ভাড়া কৃত	-	০৩ টি	নাই
২০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ইনল্যান্ড	-	-	১ টি	নাই

ক্রঃ নং	সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম	মোট জমির পরিমাণ	ভবনের সংখ্যা	কক্ষ সংখ্যা	ল্যাবরেটরি আছে কি-না?
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	কন্টেইনার টার্মিনাল, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা				
২১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট	ভাড়া অফিস	-	০৩	নাই
২২.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিবিরবাজার, কুমিল্লা	ভাড়া অফিস	-	০২ টি	নাই
২৩	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ভাড়াকৃত অফিস	-	০২ টি	নাই
২৪	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভাড়াকৃত অফিস	-	০৪	নাই
২৫	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, কামালপুর, বকশিগঞ্জ, জামালপুর	অবকাঠামো নাই			
২৬	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিরল, দিনাজপুর				
২৭	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, চাতালপুর, মৌলভীবাজার				
২৮	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, মুজিবনগর, মেহেরপুর				
২৯	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, শাল্লা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ				
৩০	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদী বন্দর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া				

৭.১ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

৭.১.১. আমদানির ক্ষেত্রে

১. আমদানি পত্র (Import Permit) প্রদান করা ।
২. উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র (Release Order) প্রদান করা।
৩. নোঙ্গর অনুমতি (Anchorage Permit) প্রদান করা।
৪. আমদানি অনুমতি পত্রের সময় ০২ (দুই) মাস বর্ধিত (Time Extension) করা।
৫. পাট বীজ আমদানির আইপি আবেদন অটোমেশন
৬. আমদানিকৃত বাজেয়াপ্ত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য পরিদর্শন এ সকল পণ্যের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে যাতে রোগবালাই প্রবেশ ও বিস্তার না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি আমদানির জন্য প্রতিটি কার্যক্রম শতভাগ অটোমেটেড অর্থাৎ পেপারলেস জব। দেশ বিদেশের যে কোন জায়গা থেকে আমদানিকারকগণ অনলাইন প্লাটফর্মে সহজেই তার কাংখিত সেবা নিতে পারে।

৭.১.২. রপ্তানির ক্ষেত্রে

১. Phytosanitary Certificate (পিসি) প্রদান করা।
২. উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের রপ্তানি পূর্ব মাঠ পরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩. রপ্তানিযোগ্য কনসাইনমেন্টটি বালাইমুক্ত এলাকা বা স্বল্প বালাইযুক্ত এলাকার কিনা তা নিশ্চিতকরণ করা।
৪. রপ্তানিযোগ্য পণ্যের রপ্তানি পূর্ব ফাইটোসেনিটারী ইন্সপেকশন এবং প্রয়োজনবোধে পরীক্ষা ও শোধন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৫. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অধিকতর স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য IP ও PC তে QR Code সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য প্রতিটি কার্যক্রম শতভাগ অটোমেটেড। দেশ বিদেশের যে কোন জায়গা থেকে আমদানিকারকগণ অনলাইন প্লাটফর্মে সহজেই তার কাংখিত সেবা নিতে পারে।

৭.১.৩. রুলস, পলিসি ও পরীক্ষাগারে ক্ষেত্রে

১. রুলস, পলিসি বিষয়ক মতামত প্রদান করা।
২. পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের ইন্সপেকশন ও ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা।
৩. নতুন রোগবালাই চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. PRA কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা।
৫. IPPC ও ISPMs গাইডলাইন অনুযায়ী নতুন প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ।

৭.২ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

৭.২.১. রাজস্ব আদায়

অর্থবছর	আদায়কৃত রাজস্ব (টাকায়)
২০২৪-২৫	১২৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৩২ হাজার ৩১০ টাকা মাত্র

৭.২.২. উইং এর আওতাধীন বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প এবং কর্মসূচিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়ন সাল	মন্তব্য
১	প্রকল্পের নামঃ কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাব্রেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর	২০২১ - ২০২৫	কার্যক্রম চলমান
২	কর্মসূচির নামঃ Pest Risk Analysis (PRA)	২০২৩ - ২০২৪	বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে
৩	রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প	২০২২- ২০২৭	কার্যক্রম চলমান

৭.২.৩. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আইপি, পিসি এবং আরও প্রদান সংক্রান্ত অর্জনঃ

অর্থবছর	ইমপোর্ট পারমিট (আইপি)	ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট (পিসি)	রিলিজ অর্ডার (আরও)	অন্যান্য অর্জন
২০২৪-২৫	৩২,৮৪৮টি	৩৯,১৮৪ টি	৯১,৭৫০ টি	• পাট বীজ আমদানির আইপি আবেদন অনলাইনে অটোমেশন। • আইপি এক্সটেনশন কার্যক্রম অটোমেশন। • হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেন্দ্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম চালু। • কৃষিপণ্য রপ্তানিতে রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। • জাহাজ নোঙ্গর অনুমতির আবেদন অনলাইনে অটোমেশন।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর পরিচালক মহোদয়ের কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ পরিদর্শন এবং কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে রপ্তানিকৃত পণ্য যাচাইকরণ

কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজের ল্যাব পরিদর্শন এবং অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়ের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

৮. পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং পরিচিতি

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বাজার সংযোগ, বাণিজ্যিক কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর অংশ গ্রহণ, ভ্যালুচেইন, সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালে কৃষি সম্প্রসারণের মূলকথা সার্বিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু কৃষক এবং লক্ষ্য কৃষকের উন্নয়ন। কৃষি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনবল এবং জনবলের দক্ষতা অপ্রতুল বিবেচিত হয়। সময়ের এ চাহিদা মিটাতে ২০১৪ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করে এই অধিদপ্তরকে ৮টি উইং এ সাজানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা সার্বিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের সকল উইং এরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এই অধিদপ্তরের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উইং। এই উইং নিম্নবর্ণিত তিনটি অনুবিভাগ (সাব উইং) এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.১. প্রকল্প পরিকল্পনা : এই অনুবিভাগ নিম্নোক্ত দুইটি অধিশাখায় বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.১.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পলিসি প্লানিং অধিশাখার কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা (টি)
১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১২
২	বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের MoU সম্পাদনের নিমিত্ত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU) এর উপর মতামত প্রদান	২০
৩	বিভিন্ন Aide Memoire এর বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতামত প্রদান	০৮
৪	বিভিন্ন Concept Note / Action plan এর উপর মতামত প্রদান	০৫
৫	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ	১২
৬	বিভিন্ন আইন ও বিধির উপর মতামত প্রদান	১০
৭	Mission Clearance- বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান	০৫
৮	বিভিন্ন দেশের (দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, সিঙ্গাপুর, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, আলজেরিয়া, মিশরে, তুরস্ক, চীন, ভারত ও তিমুর লেস্তে, চেক প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, স্পেন, কুয়েত) সাথে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সভায় ইনপুট প্রদান	২২
৯	বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের উপর (সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা, সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৬-২০৪০, সীসা দূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা, ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে তথ্য প্রদান) কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রেরণ	১৪
১০	"খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাষ্টার"-কমিটির মাসিক প্রতিবেদন প্রদান	১২
১২	Doha Programme of Action (DPoA) বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	১২
১৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী ডিএই এর তথ্যাদি প্রস্তুত করণ	০১
১৪	বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য/ প্রতিবেদন প্রদান: জাতীয় কৃষি নীতি, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, LDN, সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা, MAFAP, মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্য, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রদান, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন বিষয়ে প্রতিবেদন	১১
১৫	বিবিধ বিষয়ে মতামত প্রদান: CIMMYT, SRP, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের, পক্ষিকুলের আশ্রয় ও খাদ্য নিশ্চিতকরণ, ICECS, LLA, উপাত্ত প্রকাশ নীতিমালা ২০২৫, SDG, বাংলাদেশ - দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি EPA এর ToR, COSOP, RESA, TPRM & CPM বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতামত প্রদান	২৮

৮.১.২ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প প্রস্তুতকরণ অধিশাখার কার্যক্রমঃ

১। প্রকল্প প্রস্তুতকরণ শাখার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৯টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। এডিপি'র সবুজ পাতায় ২১টি প্রকল্প (জিওবি ১৬টি ও বৈদেশিক ঋণে ৫টি) অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে। আরএডিপি'র সবুজ পাতায় ১১টি প্রকল্প (জিওবি ৫টি ও বৈদেশিক ঋণে ৬টি) অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে।

৩। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা হয়েছে ৬ টি।

৪। একনেক হয়েছে ৩টি এবং ৩টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। (জিওবি ২টি ও বৈদেশিক ঋণে ১ টি)

৫। নতুন প্রকল্পের জন্য ফিজিবিলিটি ষ্টাডি হয়েছে ৭ টি।

৬। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড (বিসিসিটি) এর আওতায় ২ টি প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে, ২ টি প্রকল্প প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। পরবর্তী ২০২৫ ২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত ৪১টি প্রকল্প (জিওবি ৩২ টি ও বৈদেশিক ঋণে ৯ টি) প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন: এই অনুবিভাগ (সাব উইং) নিম্নোক্ত তিনটি অধিশাখায় বিভক্ত হয়ে কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

৮.২.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন অধিশাখার কার্যক্রমঃ

১. চলমান প্রকল্পসমূহের মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের গুণগত মান ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা নিম্নলিখিত সাফল্যসমূহ অর্জন করেছে:

- **তদারকি কাঠামো সুসংহতকরণ:** সারা দেশের ৬৪টি জেলায় ডিএই-র চলমান সকল প্রকল্পের জন্য একটি সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত তদারকি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিচ্যুতি রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
- **উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন:** চলতি অর্থবছরে **১০টি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের** মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে। এই শাখার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ পরিদর্শনের পর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, কারিগরি পরামর্শ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সরাসরি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (SAAO) কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- **মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও ফিডব্যাক:** সারা দেশের ৬৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (এসএএও) চলমান প্রকল্পগুলোর বিষয়ে নিয়মিত কারিগরি দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ (Feedback) প্রদানের মাধ্যমে এই শাখাটি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করছে। যার মাধ্যমে কারিগরি ত্রুটি সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- **মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণে তথ্যভিত্তিক সহায়তা:** পরিদর্শনকৃত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক সুপারিশসমূহ নিয়মিতভাবে **কৃষি মন্ত্রণালয়ে** দাখিল করা হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২. ডিএই-র কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

ডিএই-র কর্মকর্তাদের দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি- জিআইএস, রিমোট সেন্সিং ও ড্রোন, ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার, Project Appraisal with NAP Alignment ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই শাখার মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এটি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে, যা "স্মার্ট ডিএই" গঠনে সহায়ক।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করে, এই শাখাটি climate change resilience and adaptation অভিযোজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর **প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা** বাংলাদেশের কৃষি খাতের আধুনিকায়ন এবং জলবায়ু-সহনশীল রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের জলবায়ুগত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করে এই শাখাটি জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা (Resilience) এবং অভিযোজনের (Adaptation) ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নানাবিধ জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৪. অন্যান্য

- **নীতিমালা ও কৌশলগত সমন্বয়:** ডিএই বর্তমানে 'সবুজ জলবায়ু' (Green Climate) ও 'সবুজ কৃষি' (Green Agriculture) নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। প্রতিটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্পকে **জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP)** এবং **ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (NDC)**-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ন্যাপ (NAP) এলাইনমেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের উপযোগিতা যাচাই বা প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল করা এই উইংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযোজন:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে **'জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান' (GAPACC)** বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- **প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ: জিআইএস (GIS) ও আরএস (RS) ইউনিটের** মাধ্যমে উন্নত 'রিমোট সেন্সিং' প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী নির্ভুল **ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ (Crop Damage Assessment)** এবং location based পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
- **মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সমন্বয় ও তদারকি:** এই উইং কৃষি মন্ত্রণালয় (MoA) এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের (MoEFCC) সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

৮.২.২ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখার কার্যক্রমঃ

৮.২.২.১ প্রকল্পের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা:

পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং অধীনস্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা করা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ডিএই-এর অধীনে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মোট ৩১টি প্রকল্প এবং ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৯টি বৈদেশিক অর্থায়নে এবং বাকি ২২টি ও ১টি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত। বিস্তারিত বিবরণ সারণি-১ এ দেখানো হলো।

সারণি-১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প ও কর্মসূচি সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্পের সংখ্যা
১	১০০% বাংলাদেশ সরকার অর্থায়িত প্রকল্প	২২
২	বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী অর্থায়নের প্রকল্প	৯
৩	কর্মসূচি	১
	মোট প্রকল্প: ৩৫	৩২

৮.২.২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং অন্যান্যদের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হলো পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই এর প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্রয় প্রতিবেদন (১২সি), টেন্ডারের অগ্রগতি (১১সি), আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন, আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (কেএ), আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (কেএইচএ), আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জিএ), আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জিএইচএ), আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ইউএমও), আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ইইউও), এডিপি সভায় এমওএ-এর সিদ্ধান্তের উপর প্রতিবেদন, এডিপি ও আরএডিপি, এবং বিদেশি

অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এর সাধারণ কাজ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রতিটি মাসের সমস্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়েছে, যা সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রস্তুককৃত প্রতিবেদনের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখার কার্যক্রসমূহ	প্রতিবেদন		
		লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	দাখিলকৃত (সংখ্যা)	অগ্রগতি (%)
১	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয়ের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযুক্তি-ক)	১২	১২	১০০%
২	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্রের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযুক্তি-ঘ)	১২	১২	১০০%
৩	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি (নির্মাণ সংক্রান্ত) প্রতিবেদন (সংযুক্তি খ)	১২	১২	১০০%
৪	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারি আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন (ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়) (সংযুক্তি-গ)	১২	১২	১০০%
৫	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (১২ কলাম ছকে) (সংযুক্তি-ঙ)	১২	১২	১০০%
৬	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রভাব সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযুক্তি- চ)	১২	১২	১০০%
৭	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্যের মাসিক প্রতিবেদন (সংযুক্তি ছ)	১২	১২	১০০%
৮	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সার্বিক মাসিক অগ্রগতি (সামারী রিপোর্ট) প্রতিবেদন (সংযুক্তি -৩)	১২	১২	১০০%
৯	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আইএমইডি ০৫ কলাম ছকে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	১২	১২	১০০%
১০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি/আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর মাসিক পর্যালোচনা সভা আহবান ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন	১২	১২	১০০%
১১	প্রকল্প সমূহের পিআইসি সভা আহবান ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন (ত্রৈমাসিক)	৪	৪	১০০%
১২	ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা আহবান ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন (দুই মাস পর পর)	৬	৬	১০০%
১৩	এডিপিতে চলমান প্রকল্পের আর্থিক প্রস্তাব ও অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব সরকারের এমএস সফটওয়ারে প্রেরণ (বছরে একবার)	১	১	১০০%
১৪	আরএডিপিতে চলমান প্রকল্পের আর্থিক প্রস্তাব ও অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব সরকারের এমএস সফটওয়ারে প্রেরণ (বছরে একবার)	১	১	১০০%
১৫	চলমান প্রকল্পের আর্থিক প্রস্তাব উপযোজন ও পুন: উপযোজন (বছরে একবার)	১	১	১০০%
১৬	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এএমএস এ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ (বছরব্যাপী)	বছরব্যাপী	বছরব্যাপী	১০০%
১৭	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প কোডভিত্তিক এন্ট্রি ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ (বছরব্যাপী)	বছরব্যাপী	বছরব্যাপী	১০০%
১৮	এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী প্রকল্প ক্রয় কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ (সংযুক্তি ছ)	১২	১২	১০০%
১৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্য তাৎক্ষনিক প্রণয়ন ও প্রেরণ	১২	১২	১০০%

৮.২.৩ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার কার্যক্রম:

১। প্রকল্প মূল্যায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা ৬টি (ছয়) প্রকল্পের ও ১টি কর্মসূচির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে মাধ্যমে ১০ টি প্রগ্রেস মনিটরিং, ০৩টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়েছে।

৮.৩ ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি: এই অনুবিভাগ দুইটি অধিশাখায় বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.৩.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আইসিটি ব্যবস্থাপনা অধিশাখার কার্যক্রমঃ

১। প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কক্ষে ইন্টারনেট পরিষেবা (LAN এবং WiFi) প্রদান করে আসছে। সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নিয়মিতভাবে সার্ভার রুম রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৪০০ এমবিপিএস উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা চালু আছে।

২। ওয়েবপোর্টাল ব্যবস্থাপনা:

প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.dae.gov.bd) প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য আপলোড করার পাশাপাশি ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা আইসিটি ব্যবস্থাপনা অধিশাখা করে থাকে। এছাড়াও ডিএইর মাঠ পর্যায়ে আওতাধীন কার্যালয় সমূহের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩। ডি নথি ব্যবস্থাপনা:

সরকারী কাজকে গতিশীল রাখার জন্য প্রধান কার্যালয়ের ডি-নথির অ্যাডমিন হিসেবে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ উইং এর সহায়তায় মোট ২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ে ডি-নথিতে নোট নিষ্পন্নের হার ৯০.৮%।

৪। ই-জিপি এডমিন ব্যবস্থাপনা:

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী e-GP পোর্টালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় সকল দপ্তরসমূহ ব্যবস্থাপনা করা হয়।

৫। সরকারি ই-মেইল ব্যবস্থাপনা:

সরকারী যোগাযোগের ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম হিসেবে dae.gov.bd ডোমেইনের আওতায় প্রায় ৩৫০০ দাপ্তরিক ই-মেইল চালু রয়েছে।

৬। কর্পোরেট সিম ব্যবস্থাপনা:

সকল রাজস্বখাত ভুক্ত পদের (গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-১০ পর্যন্ত) বিপরীতে ১৮৪০০ সিম চালু আছে।

৮.৩.২ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো অধিশাখার কার্যক্রমঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল প্রকার নির্মাণধর্মী ও মালামাল সরবরাহ কাজের তদারকি ও বাস্তবায়ন এই অধিশাখার প্রধান দায়িত্ব। নিম্নে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলঃ

SL. No.	Financial Code	Package No	Lot No	Description of Works	Total Taka (In Lakh)		Total Taka (In Lakh)
					Civil	Electrical	
1	4112302	WR-1	-	Supply and Installation of spare parts for A.I. Security Camera System	5.00	-	5.00
2	3258108	WR-4	Lot -A	Existing septic tanks and soak wells, inspection pits horizontal soil pipe lines repair, maintenance and cleaning works.	1.30	-	4.91
			Lot -B	Cleaning of under ground water reservoirs 3 Nos. and 36 Nos. ferrocement water reservoirs on roof top and existing surface drains.	2.87	-	
			Lot -C	5 RCC Slab and Makes 6 manholes Cover for Surface and main drain.	0.74	-	
3	3258108	WR-5	-	Year-round servicing works & related Parts of 6 Nos Lift	5.30		5.30
4	3258108	WR-6	-	Supply fitting & fixing of spare parts and servicing year round works for Intercom Machine & Line.	2.40	-	2.40
5	3258108	WR-9	-	Repair, Renovation of Lift Machine Room Roof Slab. (Lift core)	4.30	-	4.30
6	3258108	WR-11	-	Repair & Renovation of Day care Center at Khamarbari, Dhaka	3.20	-	3.20
7	4111325	WR-13	-	Decorative Works for Main Gate at Khamarbari, Dhaka	5.00	-	5.00
8	4111325	WR-2	-	Decorative Works for Field Service Wing (Room No.408)	3.00	-	3.00
9	3258107	WR-3	-	Tiles & painting works of Corridor & Rooms	6.00	-	6.00

SL. No.	Financial Code	Package No	Lot No	Description of Works	Total Taka (In Lakh)		Total Taka (In Lakh)
					Civil	Electrical	
				No (M-601, M-603, M-605, M-607 & M-608) 5th floor, Middle Building .			
10	3258107	WR-7	Lot -A	Replacement, assembly, installation and ancillary work of fire extinguishers.	1.86	-	
			Lot -B	3 Electric water motor repair & servicing works.	0.24	-	3.00
			Lot -C	Electric substation, lift machine rooms and intercom machine room with including office room (Total 40 Nos) AC servising works.	0.90	-	
11	3258107	WR-8	-	Repair, Renovation of Swrage line Rear Building of DAE.	4.00	-	4.00
12	3258108	WR-10		Re-Construction of Chillakota Front Building at 7th floor.	5.80	-	5.80
13	3258107	WR-12		Repair & Renovation of Existing Water supply lines for ferocement Water Tank.	3.80	-	3.80
14	4112303	GR-17		Supply of Electric Goods.	-	5.83	5.83
15	3258107	GR-20	Lot-A	Supply of Plumbing goods .	1.08	-	3.00
			Lot-A	Supply of Hardware goods/Equipment .	1.92	-	
১৬	৪১১২৩০৩	GR-1		Supply of Electric Goods.	-	১.১৬	১.১৬
১৭	৩২৫৮১০৮	WR-1		Repair & Renovation of Chillakota Rear Building at 7th floor	5.06	-	১০. ৫৩
				Repair, Renovation of Parapet Wall (Length 2x (226' x 5'= 546'-0") 7th floor Roof Slab, Rear Building.	5.47	-	
		-	-	Emergency	3.77	3.00	6.77
				Grand Total	**73.01**	**9.99**	**83.00**

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

কুমিল্লা অঞ্চলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক মহোদয়

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আইসিটি উইং এর উপপরিচালক মহোদয়ের প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন এবং মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ

জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং ইউনিট-এর কার্যাবলী ও অর্জন (২০২৪-২০২৫)

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার মূল ভিত্তি হলো কৃষি। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে কৃষি খাতকে আধুনিক, তথ্য-নির্ভর এবং জলবায়ু-সহনশীল করা বর্তমানে একটি অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। গত দুই দশকে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও রিয়েল-টাইম ফসল পর্যবেক্ষণ (Crop Monitoring), ফসলের জমির নির্ভুল পরিমাণ নির্ণয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত ও সঠিক হিসাব নিরূপণ ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং-এর **জিআইএস (GIS) এবং রিমোট সেন্সিং ইউনিট**-এর অধীনে একটি আধুনিক ল্যাব পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি খাতের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এই ল্যাবে জিআইএস, স্যাটেলাইট ইমেজ ও ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'স্মার্ট কৃষি' সংক্রান্ত বহুমুখী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

১. ডিএই-এডিবি (ADB) যৌথ উদ্যোগ ও কারিগরি সহায়তা

এই প্রেক্ষাপটে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর যৌথ উদ্যোগে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ড্রোনের মাধ্যমে হাই-রেজুলেশন ইমেজ এবং স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের জমির পরিমাণ নির্ণয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ দ্রুত নিরূপণ, ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, রোগবালাই শনাক্তকরণ এবং জলবায়ু স্মার্ট কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটানো। গত ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) যৌথভাবে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে "Use of Drone and Satellite Image for Crop Monitoring and Crop Damage Assessment: Study Results and Capacity Building in Climate Smart Agriculture" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানটি উন্নত প্রযুক্তি এবং টেকসই পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের কৃষি খাতের জন্য আরও স্থিতিস্থাপক ও টেকসই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, ডিএই-র মহাপরিচালক এবং এডিবি-র কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ বিশ্বব্যাংক, JICA, IRRI এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় ড্রোন ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিকে আধুনিকীকরণের একটি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালাটি দুটি প্রধান অধিবেশনে বিভক্ত ছিল:

১. ক্রপ মনিটরিং এবং ক্রপ-এর ক্ষতি মূল্যায়নে ড্রোন ও স্যাটেলাইট ইমেজের ব্যবহার (Use of Drone and Satellite Image for Crop Monitoring and Crop Damage Assessment)

২. "স্বল্প কার্বন (low carbon) নিঃসরণকারী ধান উৎপাদন এবং ডিজিটাল টুলের ব্যবহার (Low-Carbon Rice Production and Use of Digital Tools)।

• **সাফল্য:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলায় হাই-রেজুলেশন ড্রোন ইমেজ এবং স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে ফসলের জমির পরিমাণ নির্ণয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্যা-পরবর্তী ফসলের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ দ্রুত নিরূপণ করার জন্য একটি টেকসই 'মেথডোলজি' বা কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিও-স্পেশিয়াল ডেটা (Geospatial data) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যা এবং আকস্মিক বন্যা থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের জমির পরিমান আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে। এটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (DAE) জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ভবিষ্যতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ডিএই-র নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রমে বা ডিএই-র অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রযুক্তির একীভূতকরণ-এ এই পদ্ধতিটি স্থায়ীভাবে যুক্ত হবে। সিলেটে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি খুব শীঘ্রই আরও দক্ষ ও নির্ভুলভাবে ফসলের ক্ষতি মূল্যায়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। জলবায়ু-সহনশীল কৃষির পথে এটি সত্যিই একটি চমৎকার ও সফল পদক্ষেপ। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

তথ্য-চালিত নীতি প্রণয়ন: সংগৃহীত সূক্ষ্ম তথ্য থেকে সরকার দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা এবং উপকরণ ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

- **দ্রুত সাড়াদান:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মাঠ পর্যায়ে না গিয়েও দুর্গম এলাকার চিত্র দ্রুত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যাবে।
- **কৃষক ক্ষমতায়ন:** ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের সঠিক সময়ে পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হবে।

২. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি ও ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি করা এই ইউনিট-এর অন্যতম প্রধান কাজ। ডিএই-র কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে ডিএই এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলো ডিএই-র কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তুলছে। এটি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে, যা "স্মার্ট ডিএই" গঠনে সহায়ক।

চিত্র-১: ডিএই এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর যৌথ উদ্যোগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত কর্মশালা।

চিত্র- ২: কর্মকর্তাদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য জিআইএস, রিমোট সেন্সিং ও ড্রোন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশন।

৩. স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী ধান চাষ (IoT-based AWD): ২০২৫ সালের বোরো মৌসুমে বরেন্দ্র অঞ্চলে আইওটি (IoT)-ভিত্তিক অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং (AWD) পদ্ধতির সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

- **সুবিধা:** সেন্সরের মাধ্যমে জমির পানির স্তর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় সেচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি সেচের পানির অপচয় রোধের পাশাপাশি ধান ক্ষেত থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

AWD: Manual | AWD: IoT based sensor | Digital GHG chamber

চিত্র-৩. স্বল্প কার্বন (low carbon) নিঃসরণকারী ধান চাষ (IoT-based AWD)

৪. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ

- **দেশব্যাপী সম্প্রসারণ:** আগামী অর্থবছরে এই প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
- **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ড্রোন চালনা এবং ইমেজ প্রসেসিং বিষয়ে কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।
- **আধুনিক কমান্ড সেন্টার:** স্যাটেলাইট ও ড্রোন থেকে প্রাপ্ত বিগ ডেটা বিশ্লেষণের জন্য ডিএই-র কেন্দ্রীয় ডেটাবেসে একটি Geo-spatial portal স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং ইউনিটের কার্যক্রম বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ড্রোন এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করে একটি স্থিতিশীল ও লাভজনক ‘স্মার্ট কৃষি’ বিনির্মাণে ডিএই বদ্ধপরিকর।

প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অর্জন

চলমান কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা দলিল/ আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক/ জাতিসংঘ ঘোষিত পরিকল্পনাসমূহ যেমন, জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি-২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) প্রভৃতির মাধ্যমে অর্পিত সুনির্দিষ্ট লক্ষসমূহ অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অর্জনসমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (২য় সংশোধিত), ডিএই অঙ্গ। জুলাই/২০১৮ - জুন/২০২৬	১৪২০৬.৯৭	১. প্রদর্শনী স্থাপন-৪৯৫০টি; গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ প্রদর্শনী স্থাপন ১১৭১ শতক ২. কৃষক প্রশিক্ষণ-১০০০ব্যাচ; লীড ফার্মার ও মহিলা কৃষক প্রশিক্ষণ-২৬৯ব্যাচ নিউট্রেশন বেজড কোকিং, গার্ডেনিং ও বহুমাত্রিক উন্নয়ন, জলবায়ু পুষ্টি এবং যুব খামার মডেল বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৪১০ ব্যাচ; এসএএও প্রশিক্ষণ-৯ব্যাচ; এসএএও প্রশিক্ষণ (মাল্টি ডিইমেনশনাল)- ৪০ব্যাচ; কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ -১১ব্যাচ; ৩. মাঠদিবস- ১০১৬টি ৪. কৃষক টু কৃষক এক্সচেঞ্জ ভিজিট-৭০টি ৫. ফার্মারস ফীল্ড বিজনেস স্কুল - ৫৫৫টি ৬. লীড ফার্মার-১৮০০০ এমএম ৭. ওয়ার্কশপ-১৮টি ৮. কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার-২৭০টি ৯. পিআরএ-৭০০০টি	১. আর্থ সামাজিক মানদন্ডে এলাকার কৃষকদের ২০% আয় বৃদ্ধি পেয়েছ। ২. মহিলাদের জীবনমান প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. ১৫০০০০ জন কৃষককে উচ্চ মূল্য ফসলের আধুনিক চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং ২৫০টি সিএফসি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রেখে বাজারজাতকরণ ও ৫৪৫টি ফার্মার বিজনেস স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪. প্রায় ৭০% নারী কৃষকের পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। ৫. ১৬০৩৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের ফলে স্থাপনের মাধ্যমে অনাবাদি পতিত জমি আবাদের আওতায় এসেছে এবং আবাদী এলাকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএই অংগ)। জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫	৩৭০১.০০	১. প্রদর্শনী - ২০০০টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ-৩২০ ব্যাচ ৩. কৃষক দলনেতা প্রশিক্ষণ- ৫০ ব্যাচ ৪. কৃষক কৃষি যন্ত্রপাতি মেইনটিনেন্স-৭০ ব্যাচ ৫. কর্মশালা-১/১ টি ৬. কৃষি মেলা- ৪/৪টি ৭. কৃষি যন্ত্রপাতি	১. প্রকল্প এলাকায় ধান গম ও ভূট্টার উৎপাদন প্রায় ৮% বৃদ্ধি হয়েছে। ২. প্রকল্পের ৩০০০ কৃষক গ্রুপ (৯০০০০ কৃষক পরিবারের) আয় প্রায় ১০ % বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. কৃষি যান্ত্রীকীকরণের মাধ্যমে ১০-১৫% উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে।
৩	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। জুলাই/২০২০- জুন/২০২৫	৪৭৮৮.৩৩	১। কৃষক প্রশিক্ষণ - ২০০ ব্যাচ ২। কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ ৩। মৌ পালনের উপর কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেট কোর্স -২ টি ৪। প্রদর্শনী স্থাপন ৭০৪২ টি ৫। কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরী আলোচনা - ১৭৮০ টি	১। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে স্বল্পমেয়াদী তেল ফসল অন্তভুক্ত করার ফলে ফসলের আবাদী এলাকা বৃদ্ধিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মৌ চাষের ফলে তেল ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			৬। কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১৪ টি ৭। কৃষক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৬৪টি	২০% বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদিত মধু থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবধাভোগী জনগোষ্ঠী ও ডিএই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের ফলে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । ৪। প্রকল্পের কৃষক দল এর মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে ফলে প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। ৫। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন প্রদর্শনীর উপর মাঠ দিবস এবং উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বাস্তাবায়নের ফলে আশে পাশের কৃষকগণ তেল ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাসে অভ্যস্ত হচ্ছে।
৪	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। জানুয়ারি/২০২১-জুন/২০২৬	১৫১৬.০০	১. কৃষক প্রশিক্ষন- ২৬ ব্যাচ ২. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ ৩. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৫ টি ৪. প্রদর্শনী- ৫১ টি ৫. কফি শুকানো মেশিন-১৫০টি ৬.কফি পার্চমেন্ট রিমুভার মেশিন-১৫০টি ৭. কফি মেশিন স্থাপনা ঘর- ১৫০টি	১. কাজুবাদামের আবাদ ২০৫৮ হেক্টর হতে ৪৭০০ হেক্টরে এবং কফির আবাদ ১২২ হেক্টর হতে ১৬৫০ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। ২. কাজুবাদামের উৎপাদন ১৪৬২ টন হতে ২৫৫০ টন এ উন্নীত হয়েছে। ৩. দেশে কাজুবাদাম ও কফির প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ৪. নতুন উদ্দ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। ৫. কাজুবাদাম ও কফি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপনন কাজে দক্ষ কৃষক তৈরি হয়েছে।
৫	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, ডিএই। জানুয়ারি/২০২৩-সেপ্টেম্বর/২০২৭	১৪৪৪.৯০	১. কৃষক প্রশিক্ষণ: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০০০ ব্যাচ নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আবাসিক কৃষক প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ ২. এসএএও প্রশিক্ষণ-৫০ ব্যাচ ৩. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ -১৪ ব্যাচ ৪. প্রদর্শনী-৩১৬০টি ৫. প্রতিটি গ্রাম পুষ্টি নিরাপত্তায় সবজি, ফল ও মসলা জাতীয় মডেল বাগান স্থাপন- ২৩ টি ৬. কর্মশালা-১ টি ৭. কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা-১৩টি	১. হত দরিদ্রদের ওপর ওপর ইতিবাচক প্রভাব: প্রকল্পভূক্ত সকল ফসল বিশেষ করে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হবে যার ফলে হত দরিদ্য মানূষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং আয় বাড়বে, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে এবং তাদের পুষ্টিহীনতা হ্রাস পাবে। ২. কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি: নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, পচন রোধে সংরক্ষণাগার স্থাপন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন (ফল, সবজি, ডাল, তেল)। ৩. পরিবেশ সংরক্ষণ: ডাল জাতীয় ফসলের চাষ, আন্ত: ফসল, নতুন বিন্যাস গ্রহণ, খামারজাত সার, কুইক কম্পোষ্ট ইত্যাদির ফলে মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ হবে, মাটিতে অনুজীব এর সংখ্যা বেড়ে যাবে, মাটির ক্ষয় কম হবে, মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ হবে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
				৪. প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত উন্নত মানসম্মত নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি এবয় প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা প্রদানের ফলে পন্য বাজারজাতকরণের ভ্যালুচেইন ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটবে, কৃষকরা অর্থিকভাবে লাভবান। ৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও ডিএই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদনের খরচ কমবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে।
৬	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), এপিসিইউ- ডিএই। জুলাই,২০২৩-জুন,২০২৮	১৯৫৪৫.০০	১. উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) বিষয়ে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৯০ জন ২. উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪১৩৯ জন ৩. প্রদর্শনী -৭২৯৯ টি ৪. ঘাত সহনীয় উচ্চ পুষ্টি ও গুনগত মান সম্পন্ন জাতের ধান নতুন এলাকায় চাষ সম্প্রসারণ- ৪২২০০ হেক্টর প্রদর্শনীর মাধ্যমে এবং বাকি টা মোটিভেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ৫. ঘাত সহনীয় উচ্চ পুষ্টি ও গুনগত মান সম্পন্ন ধান ব্যতীত অন্য ফসলের নতুন এলাকায় চাষ সম্প্রসারণ- ৫১৫০০ হেক্টর ৬. পার্টনার কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন- ৬৭৬৬ টি ৭. মৌসুম ভিত্তিক টিওটি প্রশিক্ষণ-৬ ব্যাচ চলমান	১. শস্য বহুমুখীকরণের উন্নয়ন ২. খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ণ ৩. কৃষি উৎপাদন ও পণ্যের বাজারজাতকরণে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ৪. কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি।
৭	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২৫	৫৬৫৫.১৮	১. প্রদর্শনী স্থাপন- ৫৩৮০ টি ২. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর- ৯৪৩ ব্যাচ ৩. সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ৬ টি ৪. অফিস ভবন কাম ট্রেনিং রুম নির্মাণ ৫. আবাসিক ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ ৬. ভূমি উন্নয়ন	১. প্রকল্পের আওতায় ১০০,৪৮০ টি ফল বাগান সৃজন এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রায় ২৭০,৫৩০ টি ফল বাগান তৈরি হওয়ায় সামগ্রিক ফল উৎপাদন ১ মে. টন হতে ১.৬ মে. টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৪৮১৩২০ জন প্রশিক্ষিত কৃষক/কৃষানী তৈরী হয়েছে। ৩. হটিকালচার সেন্টারসমূহের বেদখল ও অরক্ষিত জায়গায় ৩৫৭০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ৫৭০ একর সরকারী জমি দখলমুক্ত এবং সুরক্ষিতকরণ যার বাজারমূল্য প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা। ৪. আধুনিক ও উন্নত জাতের চারা/কলমের

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
				মাতৃবাগান স্থাপনের ফলের চারা/কলমে বিক্রি ১.৫ কোটি টাকা থেকে ৫.২৫ কোটি টাকায় উন্নিত হয়েছে। ৫. প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বছরব্যাপী আম ও পেয়ারা ফলের প্রাপ্তি সহজ লভ্য হয়েছে।
৮	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) জুলাই/২০১৮ - জুন/২০২৫	৩০৫১.৪২	১. কৃষক প্রশিক্ষণ - ৪০৬ ব্যাচ ২. প্রযুক্তি বিস্তার প্রদর্শনী-১২১৮০টি ৩. মাঠ দিবস- ১২১৮ টি ৪. কর্মশালা - ১ টি ৫. কৃষক পুরস্কার - ১৫ জন ৬. এলএলপি ও ফিতাপাইপ (সেট)- ৭৮৭সেট	১. শস্য নিবিড়তা ৫.৬২% বৃদ্ধি ২. প্রকল্প এলাকায় শস্যের উৎপাদন প্রায় ৩.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. প্রায় ৪১০০ হে: আবাদি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪. ৫৯২০ টি প্রদর্শনীতে নতুন জাত ব্যবহার। ৫. জৈব কৃষি ও জৈব বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রায় ২০ হেক্টর জমিতে কুমড়া/সীম জাতীয় সবজি আবাদ করা হয়েছে। ৬. তেল জাতীয় ফসলের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে সরিষা, চিনাবাদাম, তিল ও সূর্যমূখী আবাদ করা হয়েছে।
৯	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএই)। মার্চ/২০১৯ - জুন/২০২৫	১২৫২.৮৭	১. প্রদর্শনী: ৩৬৩০ টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ: ১২১ ব্যাচ ৩. এসএএওপ্রশিক্ষণ (টিওটি): ১৫ ব্যাচ ৪. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ: ২ ব্যাচ ৫. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ: ২৫টি ৬. মাঠ দিবস: ৪৫টি ৭. আঞ্চলিক কর্মশালা: ৭টি ৮. জাতীয় কর্মশালা: ১টি	১. অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/২০২৪ পর্যন্ত ৬১৬৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ও লেবু জাতীয় ফল চাষের উন্নত কলাকৌশলের উপর ২০৫৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় ৩১.৪২ % আবাদ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২. অত্র প্রকল্পের মাধ্যম স্থাপিত প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত স্থাপিত ৩৬,৫২০টি নতুন প্রদর্শনী ও ৫০০০টি পরিচর্যা প্রদর্শনী উৎপাদনের আওতায় এসেছে এবং ১৭.৭১% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. ৫৭০ টি মাঠদিবসের মাধ্যমে ৫৭০০০ জন ও ২২১টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের মাধ্যমে ৬৬৩০ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও সফল প্রদর্শনী পরিদর্শন করে প্রতিবেশী কৃষকরাও লেবু ফসল চাষে আগ্রহী হচ্ছে। ৪. প্রকল্পভুক্ত ২০ টি হর্টিকালচার সেন্টারে লেবু জাতীয় ফলের মাতৃ বাগান স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাউ জার্মপ্লাজম সেন্টার, বিএডিসি হতে মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবি লেবু এর উন্নত জাত সংগ্রহ করে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
				মাতৃ বাগানে লাগানো হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্থানীয় উন্নত জাতের লেবু ফসলের চারা সংগ্রহ করা হচ্ছে। - ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত ২০ টি হর্টিকালচার সেন্টারে বারি মাল্টা-১, বাউ মাল্টা-৩, শৈলেশ্বরী মাল্টা, শৈলেশ্বরী কমলা, দার্জিলিং কমলা, সাদকি কমলা, বারি লেবু-৪, বিনা লেবু-১, বারি বাতাবি লেবু-৩,৪,৫ ও ৬, জুড়ি বাতাবি লেবু, রেড পোমেলো, ইয়েলো লেমন, থাই বাতাবি লেবু প্রভৃতি জাতের মাতৃ বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ৫. এপ্রিল/২০২৪ পর্যন্ত মোট ৫০০০টি পুরাতন লেবু জাতীয় ফল বাগানের পরিচর্যা প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বাগান সমূহে মাল্টা উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৪,৫০০ টন।
১০	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সমাপ্ত) মার্চ/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২৪	১১৫৩.০০	১. প্রদর্শনী- ১৯০৯টি ২. প্রশিক্ষণঃ • কৃষক প্রশিক্ষণ-১৪৮ ব্যাচ • উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-১৪ ব্যাচ • এসএএও প্রশিক্ষণ-১৯ ব্যাচ • কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২ ব্যাচ • টিওটি- ৭ ব্যাচ ৩. কর্মশালা : আঞ্চলিক কর্মশালা-৬ টি জাতীয় কর্মশালা- ১ টি ৪. মাঠ দিবস- ৩৮১ টি ৫. কৃষি মেলা- ৫০টি ৬. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৫০টি	১. ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২.৭৫%, মিষ্টিআলু ৩০.৫১%, গাছআলু ২৫.৭৫% কাসাভা ২১.৪৬%, ওলকচু ২২.৬৭%. মুখিকচু ২৯.৫৭% এবং পানিকচু ও লতিকচু ২৭.২৫%। ২. কন্দাল ফসলের নতুন নতুন জাতের সম্প্রসারণ হয়েছে। ৩. দেশের প্রকল্পভূক্ত উপজেলার চর, হাওড় ও অন্যান্য অনগ্রসর এলাকায় কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কন্দাল ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে পুষ্টিমান উন্নয়নের প্রভাব পড়ছে। ৪. কৃষক ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে গাছ আলুর এবং ওলকচুর বীজ কৃষক পযায়ে সংরক্ষিত করে প্রদর্শনীতে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রদর্শনীভূক্ত চাষীর মাধ্যমে বীজআলুর প্রায় ৩২৫ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন উদ্যোক্তা কৃষকের মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ মিষ্টি আলুর ভাইন প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রদর্শনীতে সরবরাহ করা হয়েছে। ৫. বীরগন্জ, দিনাজপুর জেলা; রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও জেলা; গংগাচড়া, পীরগাছা ও মিঠাপুকুর রংপুর জেলা;

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
				শেরপুর ও শাহাজাহানপুর, বগুড়াজেলাসহ প্রকল্পভূক্ত অন্যান্য জেলাসমূহ হতে প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭৫৯৮ মে.টন আলু বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, কুমিল্লার বরুড়া ও চান্দিনাসহ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন উপজেলা হতে বিভিন্ন দেশে গুণগত মানসম্পন্ন কচুজাতীয় সবজি রপ্তানী হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে মানসম্পন্ন কন্দাল ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে মিষ্টিআলু একটি নতুন সংযোজন। প্রায় ৪২ মে.টন ফ্রোজেন রোস্টেড মিষ্টিআলু এ পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানি হয়েছে।
১১	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জানুয়ারি/২০২০ - জুন/২০২৬খ্রি.	৩৫৭৮.০০	১. বিভিন্ন ফসলের জাত/প্রযুক্তি বিস্তার প্রদর্শনী- ৬১৯০ টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ-৬২০ ব্যাচ অগ্রগামী কৃষক প্রশিক্ষণ-২৪ ব্যাচ ৩. এসএএও প্রশিক্ষণ -৪০ ব্যাচ ৪. অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ ৫. কৃষক গ্রুপ উন্নয়ণ-১০০৫ব্যাচ ৬. আঞ্চলিক কর্মশালা-২টি ৭. মাঠদিবস- ৭৬০টি ৮.এসএএও উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৫টি ৯. কর্মকর্তা উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-২টি ১০. আধুনিক পলিনেট হাউজ নির্মাণ-১৯টি	১. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রকল্প এলাকায় ফসলের ৩% নিবিড়তা বৃদ্ধি ও প্রকল্পভূক্ত বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ৫-১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২. নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদ প্রযুক্তি জনপ্রিয় হচ্ছে ও নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. বাণিজ্যিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট, টপ ওয়ার্কিং পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল আমের জাত, পলিথিন মালচিং প্রয়োগে উচ্চমূল্য ফসল চাষ, মাচায় তরমুজ চাষ প্রযুক্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪. আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫. কৃষি যান্ত্রীকিকরণে উৎপাদন খরচ কমছে।
১২	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। জুলাই/২০২০ - জুন/২০২৫	৬০৮৫.২৮	১. গ্রামীণ মেকানিক ও চালক প্রশিক্ষণ (২৮ দিন ব্যাপী)-৮ ব্যাচ ২. উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১২৮ব্যাচ ৩. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২০ ব্যাচ ৪. যৌথ জমি ব্যবহারকারী কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ- ০ব্যাচ ৫. যন্ত্র উপযোগী ধানের চারা উৎপাদন প্রশিক্ষণ ১৪ব্যাচ ৬. জমির যৌথ ব্যবহারকারী কৃষকদের সভা- ০ জন ৭. দেশব্যাপী উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম যন্ত্রপাতি বিতরণ- ৯৩৮ টি ৮. আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪ টি	১. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর হাওরের ফসল নির্বিঘ্নে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ২. কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে একসাথে ৪টি কাজ (কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি) সম্পন্ন হওয়ায় ফসল কর্তন পরবর্তী অপচয় ১৫% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ৩. যন্ত্র ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় উৎপাদন খরচ হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস, সময় অপচয় হ্রাস পাওয়ায় শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪. আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে কৃষক কোন

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			৯.সমন্বিত যান্ত্রিক খামারে বীজ সহায়তা ৩০০ গ্রুপে-১৮১/ ১৫৭.০০ কোটি টাকা	ক্ষতি (মুখা, মিথিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) ছাড়াই কম্বাইন হারবেস্টার দিয়ে দ্রুত ধান কর্তন করে ঘরে তুলে নিশ্চিন্তে। ৫. আমান এবং বোরো মৌসুমে সারা দেশে ধান কাটতে না পেরে কৃষক বিপাকে পড়েছে এমন চিত্র দেখা যায়নি।
১৩	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৬খ্রি.	৩০৫১.০০	১. প্রদর্শনী- ৪৩৪২ টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ নন-গ্রুপ-৭৮ ব্যাচ ৩. এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ ৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রশিক্ষণ- ৬০ ব্যাচ ৫. কর্মকর্তা- ২ ব্যাচ ৬. মাঠ দিবস- ৩০০ টি ৭.উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১২ টি ৮. কৃষি মেলা- ১০ টি ৯. অবহিতকরণ কর্মশালা (উপজেলা)- ১২ টি	১. প্রকল্প এলাকায় ফসলের গড় নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২.০%। **২.** ১৬২৫টি আউশ প্রদর্শনী বাস্তবায়নের ফলে মৌসুমী পতিত জমি আবাদের আওতায় এসেছে এবং আউশের আবাদী এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫২৫ হেক্টর। ৩. রোপা আমন-সরিষা-বোরো ক্রপিং প্যাটার্নে ২২৪৭ টি স্বল্প মেয়াদী রোপা আমন প্রদর্শনী, ১২৬০ টি সরিষা প্রদর্শনী এবং কৃষক প্রশিক্ষণে কৃষক প্রতি ২ কেজি হারে ৭.২০ টন সরিষা বীজ সরবরাহ করায় সরিষা আবাদ ও শস্যের গড় নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৪. পলিনেট হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চমূল্যের ফসল, চারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫. রঙ্গিন ফুলকপি, খাটো জাতের সজিনা, জি-৯ কলা, কাউন, চিনা, বার্লি, কালোজিরা ইত্যাদি উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষকের আয় ও ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৪	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। জানুয়ারি/২০২১ - জুন/২০২৬ পর্যন্ত	১০৭২৬.৫৫	১. প্রদর্শনী- ১০০৯৫৪ টি ২. পারিবারিক পুষ্টি বাগান রক্ষণাবেক্ষণ ও পুণ:স্থাপন- ১৪৫০০০ টি ৩. কমিউনিটি বেইজড ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন পিট স্থাপন- ৯৩৪ টি ৪. বিষয় ভিত্তিক সেমিনার- ২০ টি ৫. কৃষক প্রশিক্ষণ (উপজেলা পর্যায়)- ১৩৬৩ ব্যাচ ৬. এসএএও প্রশিক্ষণ -/২৫ ব্যাচ ৭. কৃষক-কৃষাণীদের উঠান বৈঠক- ২৩৩৬ ব্যাচ ৮. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)- ৬৪ ব্যাচ	১. ৫ ধরণের ৫২২৮৭২ টি প্রর্দশনী বাস্তবায়নেরে ফলে ১১১৭৯.৮ একর বা ৪৫২৬.২৬ হেক্টর অনাবাদি জমি চাষের আওতায় এসেছে। ২. এ পর্যন্ত ১৮০০৩০ জন কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও বীজ/চারা দিয়ে নিজেদের বসতবাড়ির অনাবাদি জায়গায় পুষ্টি বাগান স্থাপনে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রদর্শনী বহির্ভূত ৯১৪০০ জন কৃষক-কৃষাণী পুষ্টি বাগানসম্পর্কিত প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও প্রাপ্ত বীজ/চারাদিয়ে নিজেদের বসতবাড়ির অনাবাদি জায়গায়পুষ্টি বাগান স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। ৩. প্রকল্পের আওতায় এ যাবত ৩৭০৯১৯.০৫ মে.টন সবজি উৎপাদিত হয়েছে যার বাজারমূল্য ১৩০২.৪৮ কোটি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
				টাকা। ৪. ৬৪টি জেলার ৪৯২টি কৃষক গ্রুপে কমিউনিটি বেইজ ভার্মিকম্পোস্ট পিট স্থাপনের ফলে ৩৮২৪৪৪০ কেজি ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদন হয়েছে যা মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়তা করছে। ৫) দুস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ২১,৭৮৯টি পুষ্টি স্থাপন করা হয়েছে। যা ৬৫,৩৬৭টি পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে।
১৫	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরীতে রুপান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। অক্টোবর/২০২১ - জুন/২০২৫খ্রি.	১৫৭৫.০০	১. ল্যাবরেটরি কেমিক্যাল ও কনজুমাবলস ক্রয় (এসওপি অনুযায়ী উপকরণ, মিডিয়া, রিএজেন্ট)- থোক ২. প্রকাশনা- থোক ৩. আইসিটি ইকুইপমেন্ট- ০ ৪. প্যাকার্স প্রশিক্ষণ -৬৫ ব্যাচ ৫. এসএএও প্রশিক্ষণ -৪৩ ব্যাচ ৬.পাওয়ার স্টেশন আপগ্রেডেশন ১০০% সম্পন্ন ৭. স্থাপনাসহ ইটিপি (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) নির্মাণ ৭৫% কাজ সম্পন্ন; ৮. ১০টি ল্যাবের জন্য সিলিন্ডার ও সংযোগসহ গ্যাস স্টেশন নির্মাণ ৫৫% কাজ সম্পন্ন; ৯. বিদ্যমান পান শোধনাগান সম্প্রসারণ (৬ তলা ফাউনডেশনে ৫ তলা বিশিষ্ট অফিসার কাম স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ) নির্মাণ কাজের ৮০% সম্পূর্ণ কাজের ৫০% সম্পন্ন হয়েছে।	১. WTO-SPS Agreement International Plant Protection Convention (IPPC) এর বিধিবিধান অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ কৃষিপন্য আমদানি ও রপ্তানি করা সম্ভব; ২. ৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রশিক্ষণ ও সরাসরি নিয়োগকৃত ল্যাবরেটরি জনবলকে ৩ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে; ৩. ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে ফলে আমদানিকারক দেশের আস্থা সৃষ্টি হবে এবং প্রতি বছর গড়ে কমপক্ষে ২৫-৩০% হারে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে; ৪. বালাই প্রবেশ রোধ করার মাধ্যমে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ফলে ন্যূনতম ২% হারে আমদানি কমানো সম্ভব হবে; ৫. বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের Market Access পাওয়া যাবে।
১৬	ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। জুলাই/২০২১ - জুন/২০২৫	১৩৮৪.০০	১. প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনী-২৭৩৭টি ২. মাঠদিবস- ৩০১টি ৩. প্রশিক্ষণ: কৃষক প্রশিক্ষণ-৩২৫ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ২০ ব্যাচ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক)-২ ব্যাচ ৪. কর্মশালা ও অবহিতকরণ সভা- ১৬টি ৫. ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলা- ৩০টি ৬. কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ-১০০৮টি ৭. পানি সংরক্ষণ মিনি পুকুর খনন-	১. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনে সক্ষম ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ; ২. পতিত জমি চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে; ৩. সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা হচ্ছে; ৪. উচ্চফলনশীল ফল ও সবজি আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলেন উৎপাদণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; ৫. স্থানীয় জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীল (ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট) বিভিন্ন ফল ও

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			২০০টি ৮. বরো-পিট খনন-৫ কিমি. ৯.সিডলিং পলি নেট হাউজ নির্মাণ: ১০টি	সবজির টেকসই জাত সম্প্রসারণ ও অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্র্যায়ন ঘটছে।
১৭	জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প । জুলাই/২০২১-জুন/২০২৬	৮৮৩২.৪০	১. আবাসিক ভবন নির্মাণ (এটিআই)- চলমান ২. অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (এটিআই)-চলমান ৩. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: ক) কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২ ব্যাচ খ) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ ৪. প্রচার ও বিজ্ঞাপন- থোক	১. চার বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহার্য করবে। ২. এটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
১৮	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জানুয়ারি/২০২২ - ডিসেম্বর/২০২৬	৩৯২২.৮২৬৯	১. কৃষক প্রশিক্ষণ নন-গ্রুপ-২০১০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ গ্রুপ ৭৯৮ -ব্যাচ ২. এসএএও প্রশিক্ষন ২০ ব্যাচ ৩. কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৪ ব্যাচ ৪. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৬ ব্যাচ ৫. কৃষক মাঠ দিবস ১২০০ টি ৬. প্রযুক্তি প্রদর্শনী -৯৭৯৯টি ৭. জেলা পর্যায়ে মনিটরিং ও ফলোআপ কর্মশালা ৪ টি ৮. কর্মশালাটি ১ - ৯. কৃষক গ্রুপের ফলোআপ ব্রিফিং-ব্যাচ৩৭ ১০. কৃষি মেলা-২০ টি	১. কৃষি উৎপাদন ১০% বৃদ্ধি করে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। ২. সিলেট অঞ্চলে ৭১,২৭২ হেক্টর পতিত জমি আবাদের অন্তভুক্ত হবে। ৩. উন্নত জাত, মান সম্মত বীজ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব্য সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনার গড় ফলন পার্থক্য ৫% হ্রাস করা সম্ভব। ৪. আয়বর্ধন কার্যক্রমে নূণ্যতম ৫% মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ৫. চাহিদা ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এলাকা ভিত্তিক নতুন জাতের ব্যবহার শুরু হবে।
১৯	রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। জুলাই/২০২২ - জুন/২০২৭	১৬৬১.০৫	১. ০৪ ধরনের প্রদর্শনী (উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে আম উৎপাদন প্রদর্শনী, রফতানিযোগ্য জাতের আম বাগান সৃজন, বিদ্যমান আম বাগানে সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রুনিং, ব্যাগিং ও বালাই ব্যবস্থাপনা) মানসম্মত আম উৎপাদন)-৩১৭২ টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩০৫ ব্যাচ ৩. এসএএও প্রশিক্ষণ-৬৮ ব্যাচ ৪. আম রফতানিকারক, বাজারজাতকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ ৫. আম পরিবহনকারী ও কার্গো ব্যবস্থপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ ৬. ডিএই'র অফিসার প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ	১. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমের রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিক পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে। ২. গুনগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. আম উপাদকারী, বাজারজাতকারী ও রফতানিকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। ৪. আম উৎপাদনকারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ৫. আম উৎপাদনকারী ও রফতানিকারকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			৭. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ: কর্মকর্তা/এসএএও/স্টেক হোল্ডার-৮ ব্যাচ কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-২৯ ব্যাচ ৮. ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি (ফিতা পাইপ সেট, বারি উদ্ভাবিত ডি-লেট্যাক্সসিং ট্রে, বারি উদ্ভাবিত ম্যাংগো প্লাকার)- মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে; ৯. ফোম নেট (রফতানি সহায়ক)- ৩০০,০০,০০০টি ও ভার্জিন ফ্রুট বক্স (রফতানি সহায়ক)- মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে; ১০. অডিও ভিডিও ডকুমেন্টরি-২ টি	
২০	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জুলাই-২০২২ খ্রি. - জুন ২০২৭ খ্রি.	৪৬০৫.২৭	১. বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী-১০০৬৫ টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ - ১২৫৫ ব্যাচ ৩. এস এ এও প্রশিক্ষণ -৮ ব্যাচ ৪. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৮ ব্যাচ ৫. মাঠদিবস- ৩০০ টি ৬. কৃষক উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৭০ব্যাচ ৭. কর্মকর্তা উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ২ব্যাচ ৮. মডেল মসলা গ্রাম- কার্যক্রম চলমান ৯. ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ১০. পলিশেড নির্মাণ-৮৪টি	১. স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমির পাশাপাশি বসতবাড়ির ফাকা জমি চাষের আওতাভূক্ত করে ২-৫% শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মসলা ফসলের ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা। ২. বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিশেষ করে মসলা ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুমুখীকরণ। ৩. প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে মসলা জাতীয় ফসলের ৫% কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; আয়বর্ধক কার্যক্রমে ২৫-৩০% মহিলাদের (বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মহিলাদের) সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। ৪. মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি: প্রকল্পভুক্ত এলাকার মসলা উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পাবে এবং মসলা আমদানির হার হ্রাস।
২১	যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প। জুলাই/২০২২ - জুন/২০২৭	৩২২৮.০০	১. প্রশিক্ষণ: কৃষক প্রশিক্ষণ -৮০০ ব্যাচ কৃষি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ- ২০ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ -৩০ ব্যাচ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ ২. উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৩১টি ৩. প্রদর্শনী - ৮৮৪৮ টি ৪. মাঠ দিবস- ৯২০ টি ৫. কর্মশালা: আঞ্চলিক কর্মশালা- ১ টি জেলা কর্মশালা- ৬ টি	১. জুন/২০২৭ সালের মধ্যে উচ্চমূল্যের নিরাপদ ফসল উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি পাবে ও ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১৫% হ্রাস পাবে; ২. উপকারভোগী কৃষকের আয় জুন/২০২৭ সালের মধ্যে ১০% বৃদ্ধি পাবে; ৩. জুন/২০২৭ সালের মধ্যে ১৮০০ জন তরুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ও কৃষি বাণিজ্যিককীরণে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হবে; ৪. জুন/২০২৭ সালের মধ্যে সেচ কার্যে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			উপজেলা কর্মশালা- ৩১ টি ইউনিয়ন কর্মশালা- ১৬৮ টি	ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জ্বালানী ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন ব্যয় ২০% হ্রাস।
২২	মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প। জানুয়ারি/২০২৩ - ডিসেম্বর/২০২৭	১৯৩৭.০০	১. জাতীয় সেমিনার- ১টি ২. আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ- ১৪টি ৩. প্রশিক্ষণ: উদ্যেক্তা প্রশিক্ষণ-৭ ব্যাচ দলভূক্ত চাষী প্রশিক্ষণ- ২০০ব্যাচ সাধারণ চাষী প্রশিক্ষণ-২৫ ব্যাচ এসএএও/এসএএইচও প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ জিও ও এনজিও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ব্যাচ ৪. মাঠদিবস-৪০টি ৫. স্পন ও মাশরুম উৎপাদন প্রদর্শনী- ২০০টি ৬. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ৩ ব্যাচ	১. উদ্যোক্তা প্রশিক্ষনের ফলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। ২. সাধারণ চাষী প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মনে মাশরুম এর পুষ্টি গুন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং অনেকেই মাশরুম বিপণনে কাজ করছে। ৩. দলভুক্ত চাষী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীরা দলভুক্তভাবে নিজেদের মাশরুম চাষে ও বিপণনে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
২৩	দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। জানুয়ারি/ ২০২৩ - জুন/২০২৮।	১৫৭০.০০	১. প্রশিক্ষণ: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪৬৫ ব্যাচ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ: ১৬ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ১৪ ব্যাচ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ২. প্রযুক্তি প্রদর্শনী- ৪৫৭৭ টি ৩. মাঠ দিবস- ৩৪২ টি ৪. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক, এসএএও, কর্মকর্তা)-২৫টি ৫.আঞ্চলিক কর্মশালা-১ টি ৬. পলিশেড হাউস নির্মাণ- ৮টি	১. বছরব্যাপী উচ্চমূল্য ফসল যেমন রঙ্গিন বাঁধাকপি, ফুলকপি, স্কয়াশ, ক্যাপসিকাম, মাচায় তরমুজ এবং তেল জাতীয় ফসল যেমন সরিষা, চীনাবাম উত্যাদি শস্য বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়র ফলে পর্যায়ক্রমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২. প্রকল্পের আওতায় সকল প্রযুক্তি প্রদর্শনী জেব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে করে পরিবেশ সুরক্ষাসহ নিরাপদ ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। ৩. পলিশেডে বছরব্যাপী সুস্থ সবল চারা উৎপাদন বিশেষ করে অ-মৌসুমে চাষকৃত ফসল যেমন- গ্রীষ্মকালীন ফুলকপি, বাঁধাকপি, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি চারা উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। ৪. মডেল কৃষি বাড়ি, বস্তায় সবজি চাষ ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে অনাবাদি পতিত জমি আবাদের আওতায় আসছে।
২৪	টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্প। সেপ্টেম্বর/২০২৩ - জুন/২০২৮।	৪০৯১.৭৭	১. প্রশিক্ষণ: কৃষক প্রশিক্ষণ (উত্তম কৃষি চর্চা)- ৪৬ ব্যাচ কৃষক/গার্ডেনার/মালী প্রশিক্ষণ- ৫৩ব্যাচ টিসু কালচার স্টাফ প্রশিক্ষণ-১ ব্যাচ এসএএও/সমমান প্রশিক্ষণ - ৩ ব্যাচ ২. প্রদর্শনী:	১. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো উদ্যান ফসলের বানিজ্যিক সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হর্টিকালচার সেন্টার ও টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন করে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পুষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন। ২. উদ্যান ফসলের বানিজ্যিক সম্প্রসারণ ও

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			মিশ্র ফল বাগান প্রদর্শনী-২৯৪টি একক বানিজ্যিক বাগান- ৫০৫টি মাতৃবাগান স্থাপন ও পরিচর্যা-১০টি চারা/কলম উৎপাদন-৬২৩৩৩টি ৩. ভূমি উন্নয়ন- ৪০৭৬১ ঘন.মি. ৪. অফিস কাম ল্যাবরেটরি ভবন- ২৭৪৮ ব:মি: ৫. গ্রীনহাউজ নির্মাণ ২টি ৬. নার্সারী সেড - ২টি ৭. স্বচ্ছ বীজতলা -২টি	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২ টি হটিকালচার সেন্টারসহ ৫ টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন। ৩. ৩টি ফুল ও ২টি ফলসহ অন্যান্য ফসলের বানিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারণ ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে কমপক্ষ্যে ১০ লক্ষ চারা উৎপাদন। ৪. চারটি উদ্যান ফসল সহ অন্যান্য ফসলের আর এন্ড ডি।
২৫	'বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প। জুলাই/২০২৩ - জুন/২০২৮।	২৩৪১.০৫৩	১. বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী-১৭৬০০ টি ২. কৃষকের দক্ষতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)- ৮৬৭ ব্যাচ ৩. এসএএও'র দক্ষতা উন্নয়ন-৭০ ব্যাচ ৪. কর্মকর্তার দক্ষতা উন্নয়ন-১০ ব্যাচ ৫. জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মশালা- ৪টি ৬. মাঠ দিবস-২৭৪টি	১. ফসলে নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে; ২. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; ৩. ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হবে; ৪. নিরাপদ সবজি উৎপাদিত হবে; ৫. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে।
২৬	'বাংলাদেশ বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যান ফসল কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। অক্টোবর/২০২৩ - ডিসেম্বর/২০২৬।	৮১৮.০০	১. SHEP-ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ-১টি ২. সুপারভাইজারদের জন্য SHEP বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ)-৩ব্যাচ ৩. মাঠ কর্মীদের জন্য SHEP বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ)-৪ব্যাচ ৪. SHEP এর মাস্টার প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ- ১টি ৫. কৃষকদলের জন্য SHEP অধিবেশন (মৌসুম-১)-৪৫ গ্রুপ ৬. কৃষকদলের জন্য SHEP অধিবেশন (মৌসুম-২)-৬৭ গ্রুপ ৭. কৃষকদের বাজার জরিপ- ৪৫গ্রুপ ৮. কৃষকদের মাঠ পরিদর্শন (এক্সপোজার ভিজিট)- ১০টি ৯. কৃষকদের জন্য SHEP এর ফলোআপ অধিবেশন- ১১টি	১. উদ্যান ফসল উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন হবে। ২. জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস পাবে। ৩. কৃষকরা চাষাবাদ এবং বাজারের যোগসূত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী হবেন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের যোগাযোগ বাড়বে। ৪. উদ্ভাবনী কৃষি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার অধিকতর প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ও অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও প্রমিত কৃষি সম্প্রসারণ প্যাকেজ প্রবর্তিত হবে।
২৭	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (সিএসএডাব্লিউএমপি), ডিএই অংগ। জানুয়ারি/২০২২ -	২১৭৯.১০	১. প্রশিক্ষণ: প্রতিনিধিত্বশীল কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ- ৬৯ ব্যাচ; এসএএও এবং এসএপিপিওগনের এডভান্স পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ- ৬ব্যাচ; কর্মকর্তাগনের জন্য এডভান্স পানি	১. প্রতি বছর প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ফসলের গুনগত মান সম্পন্ন ১২০ টন দানাদার ফসলের বীজ, ৪০ টন তৈল ও ৪০ টন ডাল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন হবে; ২. পলি নেট হাউজের মাধ্যমে ৪ কোটি বিভিন্ন ধরণের শাকসবজির চারা উৎপাদন হবে যা দ্বারা প্রায় ১৪০০০ বিঘা জমি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
	ডিসেম্বর/২০২৬।		ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ- ৪ব্যাচ; ২. ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তির প্রদর্শনী- ৬৯৬৭ টি ৩. মাঠ দিবস - ৫২২টি ৪. ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলা- ২৬টি ৫. সোলার প্লান্টের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা-৫৭টি ৬. এলএলপি- ২৮৫টি ৭. ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন- দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। ৮. বারিদ পাইপ স্থাপন-দরপত্র বাতিল করা হয়েছে।	রোপন করা সম্ভব হবে; ৩. ২২০০০ জন কৃষক সরাসরি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হবে। ৪. ৫০ হাজার কৃষক পরিবার সরাসরি প্রকল্পের মাধ্যমে সুফল লাভ করবে এবং ৩৪০০ বিঘা জমিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে সেচ প্রদান করা হবে ইহাতে নতুন প্রায় ১০০০ বিঘা জমিতে নতুন করে এক ফসল করা সম্ভব হবে; ৫. প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে নতুন ফসল বা জাত বিস্তৃত হবে যাতে শস্য নিবিড়তা প্রায় ৫% বৃদ্ধি পাবে।
২৮	ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ)। এপ্রিল/২০২৩ - মার্চ/২০২৬।	১১০৩১.০০	১. কৃষি প্রযুক্তি মেলা- ৩০টি ২. কৃষক প্রশিক্ষণ -১৯৮৭ ব্যাচ ৩. উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ-১৭ ব্যাচ ৪. আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ে কর্মশালা- ৫টি ৫. বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী- ২৭২৬৮টি ৬. কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়: (রিপার- ১৩০টি, ট্রাক্টর-১৪টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার-৬৫টি, বেড প্লান্টার-৩৪৩টি, পাওয়ার থ্রেসার-১৩০টি, ড্রায়ার (ধান)-৬৫টি, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র-৬৫টি, গার্ডেন টিলার-১০০০টি, এলএলপি- ১২০০টি) ৭. কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবন- কাজ চলমান ৮. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ: (বারিড পাইপ-৪০টি কাজ চলমান, সোলার সেচ সিস্টেম- ২০টি কাজ চলমান ও ড্রিপ সেচ সিস্টেম-৬৫টি)	১. প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদের নতুন কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন জাত সম্প্রসারণ ও জৈব ব্যবস্থাপনায় মোট ৮০৬০ হেক্টর জমিতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও ৬২০ হেক্টর জমিতে জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি সরাসরি গ্রহণ করা হবে। ২. পতিত জমির ব্যবহার, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি এবং ভূমির উপযোগীতা আনুযায়ী বহুমুখী শস্যের অন্তর্ভূক্তীর মাধ্যমে নিবিড়তা ২% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ৩. প্রকল্প মেয়াদে সীড ভিলেজ এর মাধ্যমে ৩৭৮০ মে.টন মান সম্মত ধানের বীজ উৎপাদন করা হবে। ৪. হাওড় এলাকায় ধান ভিত্তিক চাষাবাদ বহুমুখী শস্য আবাদে রুপান্তরিত হবে এবং এতে কৃষকের আয় বেড়ে যাবে এবং পারিবারিক স্বচ্ছলতা আসবে।
২৯	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) (সমাপ্ত) জুলাই/২০১৬ - ডিসেম্বর/২০২৪।	৯৩৯.০০	১. কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ ৬৪টি জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত ও প্রচার-৯ ২. কৃষি আবহাওয়া বার্তা প্রস্তুত ও স্থাপিত কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েব পোর্টাল, এনালগ ডিসপ্লে বোর্ড, কিওস্ক, ডিসপ্লেবোর্ড, কম্যুনিটি রেডিও ও এসএসএস আইভিআর- এর মাধ্যমে প্রচার- ০ ৩. কৃষি আবহাওয়া বার্তা প্রস্তুতের	১. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নকরণ প্রকল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা সহজলভ্য করণ। ২. খামার ব্যবস্ষ্পনায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য কৃষক পর্যায়ে সরাসরি পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও এ সম্পর্কিত পরামর্শ গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			জন্য সাব সিজনাল টু সিজনাল ফোরকাস্ট পদ্ধতি স্থাপন- ০ ৪. কর্মশালা: জাতীয় - ০ ৫. ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি আবহাওয়া বিভাগ চালু করণে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা করা- ০ ৬. কমিউনিটি রেডিও সেবা টেকসই করার লক্ষ্যে জনসচেনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-০ ৭. বামিস পোর্টাল ও কমিউনিটি রেডিও এর রক্ষণাবেক্ষণ-০	৩. প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে যথাযথ খামার ব্যবস্থাপনা তথা শস্য পর্যায়, সেচ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান, বীজবিপন থেকে শুরু করে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের জন্য আদর্শ সময় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান। ৪. প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনায় আগাম সতর্কবার্তা প্রদানসহ ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে আন্ত: পরিচর্যা বা কৃষি উপকরণ ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যও পরামর্শ প্রদান। ৫. প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কৃষকের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন সর্বোপরি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করণ।
৩০	শক্তিশালী উৎপাদনকারী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ত্বরান্বিতকরণ প্রকল্প (ACCESS) (ডিএই) (ডিসেম্বর/২০২৩-নভেম্বর/২০২৭)	১০০০.০০	১.১. ক্লাস্টার ভিত্তিক উৎপাদী সংগঠন গড়ে তোলা: ক) জাতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনী কর্মশালা-১টি খ) কৃষক ব্যবসা সহায়কদের কৃষক উৎপাদী দল গড়তে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) শীর্ষক প্রশিক্ষণ (৫ দিন)- ১ব্যাচ গ)অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) এর মাধ্যমে কৃষক উৎপাদী সংগঠন গড়ে তোলা-৬০০ ঘ) কৃষক ব্যবসা সহায়কদের মোবাইলে উৎপাদী সংগঠনের কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ- চলমান ১.২. সংগঠন শক্তিশালীকরণ ক)এমএমআই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্লাস্টার সহায়কদের জন্য প্রশিক্ষণ - পাঠক্রম প্রস্তুতকরণ (৬টি মডিউলের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সাক্ষরতা মডিউল)- ২ খ) কৃষক ব্যবসা সহায়কদের পাঠক্রম বিষয়ে সতেজীকরণ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সাক্ষরতা)-১ গ) সংগঠন শক্তিশালীকরণে ক্লাস্টার উৎপাদী সংগঠনের সহায়ক (সিএফ)-দের এমএমআই সহায়তাপ্রাপ্ত সংগঠনে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ-১২০	উৎপাদী সংগঠনের আর্থিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বেড়েছে। যার ফলে কার্যকর সংযোগের মাধ্যমে সংগঠনগুলো সরকারি-বেসরকারি সেবাসমূহ সদস্যদের দিতে পারছে। ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রবর্তন করে কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
			ঘ) সিএফ-দের নিজেদের সংগঠনে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান - ৬০ ঙ) সিএফদের সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ- ১ ১.৩. নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন ক) নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ – ১ খ) নতুন ও পুরাতন নারী নেতাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ – ১ গ) সিএফদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ – ১ ঘ) প্রতি বছর অগ্রগামী নারী নেতাদের (মেনটর) উৎপাদী সংগঠন পরিদর্শন –/চলমান ২. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদী সংগঠনের ব্যবসায় দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং বাজার সুবিধা নাগালে পাওয়ার জন্য মূল্যসংযোজন ধারার উন্নয়ন : ২.১. অংশগ্রহণমূলক ব্যবসা পরিকল্পনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ক) এমএমআই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্লাস্টার সহায়কদের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠক্রম প্রস্তুতকরণ (৬টি মডিউলের মধ্যে ব্যবসা, বাজার ও ডিজিটাল সাক্ষরতা মডিউল)- ৩ খ) কৃষক ব্যবসা সহায়কদের পাঠক্রম বিষয়ে সতেজীকরণ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ব্যবসা, বাজার ও ডিজিটাল সাক্ষরতা) – ২ গ) সিএফ-দের মাধ্যমে রুরাল ইনভেস্ট টুলকিট ব্যবহার করে ক্লাস্টার ভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন - ৬০ ৩. কৃষক উৎপাদী সংগঠনগুলোর আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ৩.১. সমাজ ভিত্তিক ঘূর্ণায়মান ঋণ তহাবিল প্রর্বতন ক) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য উৎপাদী সংগঠনের নেতৃত্বে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রর্বতন- ৪০	
৩১	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর রিপারপাসিং অব এগ্রিকালচারাল পাবলিক সাপোর্ট টুয়ার্ডস এ	১৫.০০	১. E-voucher ও CSA বিষয়ে প্রশিক্ষণ- (কর্মকর্তা টিওটি-৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা শিক্ষণ- ৮ ব্যাচ, উপসহকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১৯ ব্যাচ, কৃষক/উদ্যোক্তা/অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ- ৪০ ব্যাচ ও কৃষি উপকরণ	১. কৃষি উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়বে ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হবে। ২. জলবায়ু-বান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বাড়বে, যা পরিবেশ সুরক্ষায় সাহায্য করবে। ৩. ২০,০০০ কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের প্রভাব
	সাসটেইনেবল ফুড সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (TARAPS) (ডিএই) জুলাই/২০২৪ - এপ্রিল/২০২৭		ডিলার প্রশিক্ষণ- ২০ ব্যাচ) ২. ISO Certification প্রশিক্ষণ ও গ্যাপ (GAP) অডিটর প্রশিক্ষণ- ১০০ জন ৩. কর্মশালা- (ডিএই জাতীয় কর্মশালা- ১ টি, ডিএই আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪ টি, কন্সাল্টেশন ১৫ টি) ৪. E-voucher পাইলটিং বাস্তবায়ন- ১৫ টি উপজেলা ৫. BACB (Bangladesh Agriculture Certification Body) কে সাপোর্ট প্রদান- অফিস, লজিস্টিকস ও অন্যান্য ৬. প্রফেশনাল কনসালটেন্টস নিয়োগ- ৮ জন	মান উন্নত হবে। ৪. বাংলাদেশ এগ্রিকালচার সার্টিফিকেশন বডি (BACB) শক্তিশালী হবে, যা কৃষিপণ্যের মান নিশ্চিত করবে। ৫. টেকসই কৃষির জন্য একটি উন্নত নীতিমালা তৈরি হবে।

কৃষির উন্নয়ন ধারায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

১) কৃষি জমি অকৃষি খাতে রূপান্তর প্রতিরোধ।
২) ক্রমঃহ্রাসমান আবাদী জমি হতে ক্রমঃবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা।
৩) পরিবর্তিত জলবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
৪) লবাণাক্ততার ঝুঁকি মোকবিলা করে দক্ষিণাঞ্চলকে শস্য ভান্ডারে পরিণতকরণ।
৫) কৃষি জমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
৬) ‘ক্রপ জোনিং’ ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৭) নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন।
৮) গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) কার্যক্রম গ্রহণ।
৯) ভূ-গর্ভস্থ সেচ উৎসের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচে গুরুত্বরোপ ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।
১০) চরাঞ্চলে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।
১১) নারী সমাজের শক্তিকে কৃষি সম্প্রসারণের সম্পদে রুপান্তর।
১২) কৃষি বাণিজ্যিকিকরণ।
১৩) ই-সম্প্রসারণ সেবা।
১৪) সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মনিটরিং ও তদারকি জোরদারকরণ।
১৫) বসত বাড়িতে ফলের উন্নত জাত প্রতিস্থাপন।
১৬) নগর কৃষি উন্নয়ন।
১৭) প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শস্য বহুমূখীকরণে উৎসাহিতকরণ।
১৮) নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ।
১৯) প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় রোধ।
২০) পুষ্টি, নিরাপত্তা, গুণগতমান সম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন।
২১) প্রযুক্তি হস্তান্তর, গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ বিতরণ, কৃষি বাজার সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে PPP (Public Private Partnership) শক্তিশালীকরণ।
২২) পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সংহতকরণ।
২৩) প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণে প্রতিকূলতা সহনশীল শস্যের জাত জনপ্রিয়করণ।
২৪) কর্তনোত্তর ফসলের ক্ষতি হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ ও এগ্রো-প্রসেসিং ও গুরুত্বারোপ।
২৫) দক্ষ কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা।
২৬) সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি /ব্যক্তিসংস্থা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র দৃঢ়করণ।
২৭) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।
২৮) কৃষি উপকরণ যেমন-বীজ, সার, কীটনাশকের দক্ষ ব্যবহার।
২৯) আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে ফসল চাষ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিতকরণ।
৩০) এলাকা নির্ভর চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
৩১) দক্ষিণাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে ভাসমান প্রযুক্তিতে ফসল উৎপাদন জনপ্রিয়করণ।
৩২) দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও মালচিং এর মাধ্যমে লবাণাক্ততা পরিহার করে ফসল উৎপাদন।
৩৩) খরা প্রবণ ও পাহাড়ি অঞ্চলে মালচিং/Green-covered (Mimosa) পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ

১। সর্বব্যাপী ও কার্যকরী কৃষি পরিষেবা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কৃষি অধিদপ্তর নামে পুনর্গঠন।

২। এডাপ্টিভ রিসার্স বিষয়ক একটি উইং প্রয়োজন যা কৃষকের চাহিদা ভিত্তিক গবেষণা করতে গবেষণা সংস্থা গুলোকে সহায়তা করবে।

৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিঘাত সহনশীল কৃষি নামে অপর একটি উইং সময়ের দাবি।

৪। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য জাতীয় পর্যায় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে তৎপর হতে হবে।

৬। ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোর জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকারখানা স্থাপন ও বহির্বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

৭। কৃষি ক্ষেত্রে (প্রায় ৪৩%) অধিক জনবলের সম্পৃক্ততা কমানোর জন্য সম্পূর্ণ রূপে যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া চালুকরণ।

৮। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জনগণের দোর গোরায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

৯। বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বালাইনাশক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণকারী সংস্থাকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা।

১০। কৃষি শিক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন ও কার্যত ব্যবহার করা।

১১। কৃষি পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ ধরে রাখার জন্য চাহিদা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বাজার মূল্যের তারতম্য হ্রাসকরণ। (এতে করে প্রতিবছর কোন এলাকায় কোন ফসল কতটুকু উৎপাদন করা হবে তার পরিসংখ্যান প্রণয়ন করতে হবে ফলে বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকবে)

১২। টেকসই কৃষি উৎপাদনে মাটির দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আরো বেশি তৎপর হতে হবে।

১৩। পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে অন্যদিকে ফসল চাষও লাভজনক হবে।

১৪। সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর এবং বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক সমলয় চাষাবাদকে আরো বেশি জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যেনো কৃষকগণ একই জাতের ধান একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে রোপণ এবং একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে কর্তন ও মাড়াই করতে পারে। এতে করে ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগবে।

১৫। সর্বাধিক সবজি ও ফল উৎপাদনকারী জেলাসমূহে প্যাকিং হাউজ নির্মাণসহ ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৬। প্রতিটি বিমানে ২০-২৫% স্পেস বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য নিশ্চিত করতে হবে এবং বিমানবন্দরে কৃষি পণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য পৃথক গেইটের ব্যবস্থাকরণসহ পৃথক স্ক্যানার মেশিন নিশ্চিত করতে হবে।

১৭। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সংযোগ আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের চিত্র

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (২য় সংশোধিত), ডিএই অঙ্গ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএই অংগ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), এপিসিইউ- ডিএই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএই) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সমাপ্ত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরীতে রুপান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

বাংলাদেশ বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যান ফসল কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (সিএসএডাব্লিউএমপি), ডিএই অংগ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ, প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র (১ম সংশোধিত)

শক্তিশালী উৎপাদনকারী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ (ACCESS) (ডিএই) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর রিপারপাসিং অব এগ্রিকালচারাল পাবলিক সাপোর্ট টুয়ার্ডস এ সাসটেইনেবল ফুড সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ (TARAPS) (ডিএই) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

হর্টিকালচার উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের নাম

উপপরিচালকের কার্যালয় (ক্যাটাগরি এ)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
১.	মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা
২.	হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার
৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, মৌচাক, গাজীপুর
৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালপুর
৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ
৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ
৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাংগা, ফরিদপুর
৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, কল্যানপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর
১০.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা, কক্সবাজার
১১.	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা
১২.	হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর
১৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর
১৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা
১৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদি, মেহেরপুর
১৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল
১৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, শাসনগাছা,কুমিল্লা
১৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
১৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী
২০.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামু, কক্সবাজার
২১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পাচগাছিয়া, ফেনী
২২.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামগড়, খাগড়াছড়ি
২৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট
২৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, খেজুরবাগান, খাগড়াছড়ি
২৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, দিনাজপুর
২৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবান
২৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, বনরুপা, রাঙ্গামাটি
২৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাদারীপুর
২৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া
৩০.	হর্টিকালচার সেন্টার, বদলগাছী, নওগাঁ

উদ্যানতত্ত্ববিদের কার্যালয় (ক্যাটাগরি বি)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
৩১.	হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা
৩২.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার
৩৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবাগান, টাঙ্গাইল
৩৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
৩৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, খাদিমনগর, সিলেট
৩৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৩৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজশাহী, রাজশাহী
৩৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঈশ্বরদী, পাবনা
৩৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাগুড়া
৪০.	হর্টিকালচার সেন্টার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
৪১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
৪২.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৪৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
৪৪.	হর্টিকালচার সেন্টার,আসামবস্তি, রাঙ্গামাটি
৪৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
৪৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, আজিজনগর, বান্দরবান
৪৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ
৪৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, নারানখাইয়া, খাগড়াছড়ি
৪৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বালুখালী, রাঙ্গামাটি
৫০.	হর্টিকালচার সেন্টার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৫১.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
৫২.	হর্টিকালচার সেন্টার, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ
৫৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ
৫৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, আসাদগেট, ঢাকা
৫৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, খোকশাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ

নার্সারি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় (ক্যাটাগরি সি)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
৫৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাওজোড়, গাজীপুর
৫৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, ভবানীপুর, গাজীপুর
৫৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ি, গাজীপুর
৫৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
৬০.	হর্টিকালচার সেন্টার, নরসিংদী
৬১.	হর্টিকালচার সেন্টার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
৬২.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী
৬৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামচন্দ্রপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
৬৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, ফুলদিঘী, বগুড়া
৬৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিনাইদহ
৬৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, খুলনা টাউন, খুলনা
৬৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, জেলরোড, কুষ্টিয়া
৬৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও
৬৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, চুয়াডাঙ্গা
৭০.	হর্টিকালচার সেন্টার, ইছাকাঠি, বরিশাল
৭১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পটুয়াখালী
৭২.	হর্টিকালচার সেন্টার, বরগুনা
৭৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম
৭৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী
৭৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, এয়ারস্ট্রিপ, টাঙ্গাইল

পরিশিষ্ট-৫

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের নাম ও অবস্থান

ক্র. নং	"ক" শ্রেণীভুক্ত (১২টি)	"খ" শ্রেণীভুক্ত (৮টি)	"গ" শ্রেণীভুক্ত (১০টি)
১	সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম	স্থলবন্দর,দর্শনা, চুয়াডাংগা	স্থলবন্দর, কামালপুর, বকশীগঞ্জ, জামালপুর
২	স্থলবন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার	স্থলবন্দর, তামাবিল, সিলেট	স্থলবন্দর, বিলোনিয়া, ফেনী
৩	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা	স্থলবন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট	স্থলবন্দর, বিরল, দিনাজপুর
৪	সমুদ্রবন্দর, মংলা, বাগেরহাট	স্থলবন্দর, বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়	স্থলবন্দর, বেতুলি, মৌলভীবাজার
৫	স্থলবন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা	স্থলবন্দর, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	স্থলবন্দর, চাতালপুর, মৌলভীবাজার
৬	স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর	স্থলবন্দর, বিবির বাজার, কুমিল্লা	স্থলবন্দর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৭	স্থলবন্দর, আখাউড়া, ব্রাক্ষনবাড়িয়া	নদীবন্দর, নারায়নগঞ্জ	স্থলবন্দর, দৌলতগঞ্জ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
৮	স্থলবন্দর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা	স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট
৯	স্থলবন্দর, হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর		স্থলবন্দর, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
১০	স্থলবন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট		স্থলবন্দর, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর
১১	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম		
১২	ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট		

পরিশিষ্ট-৬

প্রশিক্ষণ উইং এর অধীন বিভাগ ও জেলা অনুযায়ী এটিআইসমূহের অবস্থান

বিভাগ	জেলা	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের নাম
ঢাকা	ঢাকা	১. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলানগর, ঢাকা
	গাজীপুর	২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিমুলতলী, গাজীপুর
	মানিকগঞ্জ	৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
	নারায়ণগঞ্জ	৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
	ফরিদপুর	৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর
ময়মনসিংহ	শেরপুর	৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গৃধানারায়নপুর, শেরপুর
বরিশাল	রহমতপুর	৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রহমতপুর, বরিশাল
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
	নোয়াখালী	৯. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
	কুমিল্লা	১০.কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হোমনা, কুমিল্লা
	রাঙ্গামাটি	১১.কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সিলেট	সিলেট	১৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট
রংপুর	রংপুর	১৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাজহাট, রংপুর
	গাইবান্ধা	১৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাবাজার, গাইবান্ধা
রাজশাহী	পাবনা	১৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
খুলনা	খুলনা	১৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা
	ঝিনাইদহ	১৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd